দেওবন্দী আহলে সুন্নাতের আকীদা

اَلْمُهَنَّدُ عَلَى الْمُفَنَّدِ

মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

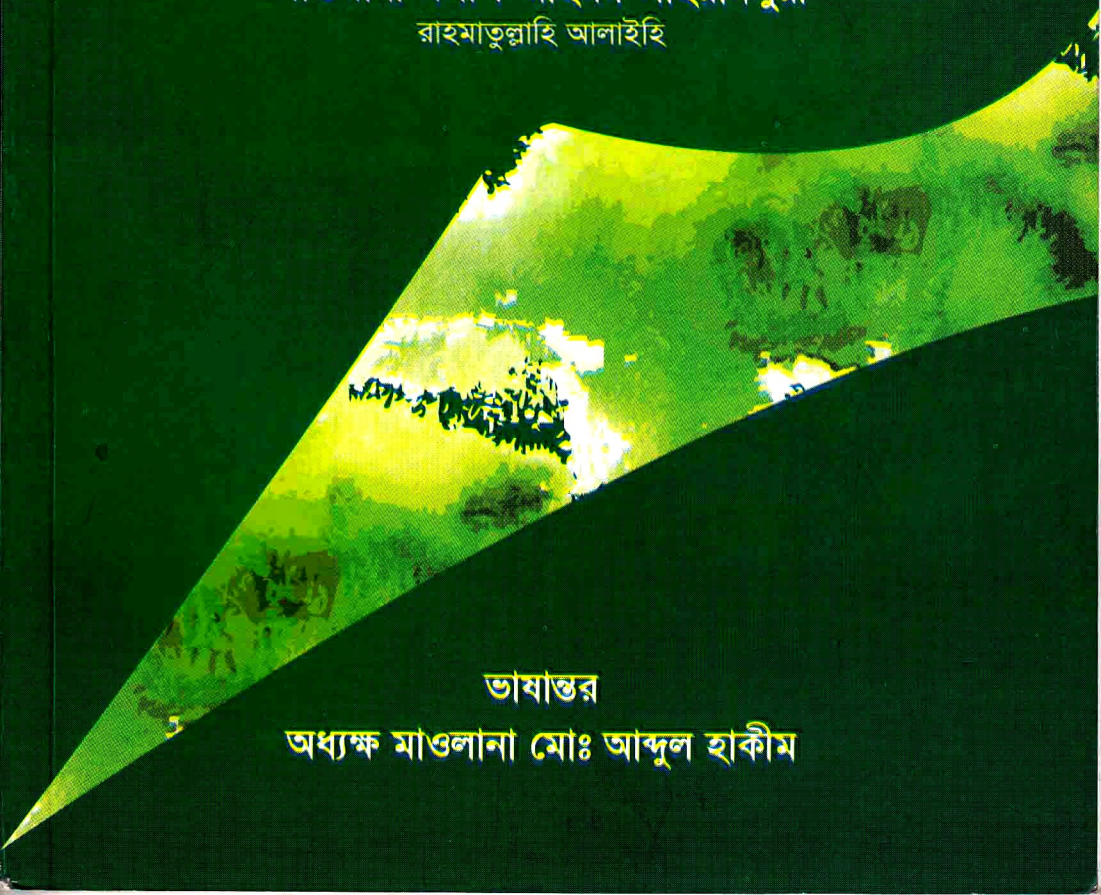

ভাষান্তর
অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুল হাকীম

দেওবন্দী আহলে সুন্নাতের আকীদা

اَلْمُهَنَّدُ عَلَى الْمُفَنَّدِ

মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

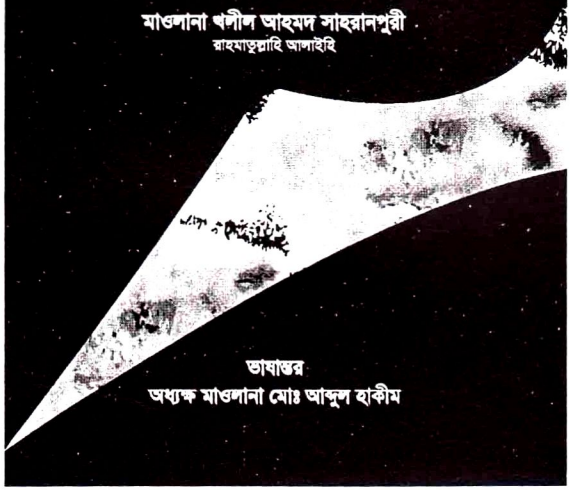

ভাষান্তর
অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুল হাকীম

দেওবন্দী আহলে সুন্নাতের আকীদা

اَلْمُهَنَّدُ عَلَى الْمُفَنَّدِ

মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ভাষান্তর
অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুল হাকীম

আল হাবীব ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দেওবন্দী আহলে সুন্নাতের আকীদা

اَلْمُهَنَّدُ عَلَى الْمُفَنَّدِ

মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ভাষান্তর
অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আব্দুল হাকীম

©
লেখক

প্রকাশক
আল হাবীব ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল
আগষ্ট ২০১২ খ্রিঃ, রামাদ্বান ১৪৩৩ হিজরি

মূল্য ঃ- ১১০/-, £ 5

প্রচ্ছদ
শামীম শাহান

কম্পোজ
মিডিয়া ফেয়ার, কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
মুদ্রণে ঃ
ক্লাসিক আলালিয়া প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, আম্বরখানা, সিলেট।
ফোনঃ ০৮২১-২৮৩২১৫০, মোবাঃ ০১৭১৬-১২৮২৬৮

পরিবেশনা ঃ
১. রশিদ বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা।
২. মোহাম্মাদিয়া কুতুবখানা, আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।
৩. আল-মদীনা কুতুব খানা, চট্টগ্রাম।
৪. রহমানিয়া বইঘর, রাজা ম্যানশন, সিলেট।
৫. নোমানিয়া লাইব্রেরী, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

Dewbandi Ahl-e Sunnater Akida By
Al Muhannad Alal Mufannad
Mawlana Khalil Ahmad Shahronpury R.
Translated by Principal Mawlana Md. Abdul Hakim in Bengali
1st Edition August-2012
Published by AL Habib Foundation Bangladesh.
Price 110/-, £ 5

প্রকাশকের অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রাহমান রাহীম আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি সত্ত্বা এবং গুণগত দিক থেকে এক ও একক। দরূদ ও সালাম পেশ করছি নিখিল চরাচরের রাহমাত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

"আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ" শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ আরবী কিতাব খানার বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই পুলকিত। এক কিতাব খানা **'আকাঈদে উলামায়ে দেওবন্দ', 'আকাঈদে আকাবিরে দেওবন্দ', আকাঈদে আহলে সুন্নাত দেওবন্দ** ইত্যাদি নামে উর্দু তরজমা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ এ কেতাব খানা ইতোপূর্বে বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এ কিতাবখানা মূলতঃ একটি জবাবী রিসালা, উলামায়ে হারামাইন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে দেওবন্দের তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের পরামর্শ ও অনুরোধক্রমে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (১২৬৯-১৩৪৬ হিজরী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কিতাব খানা রচনা করেন। মাওলানা সাহরানপুরী একজন প্রজ্ঞাবান আলিমে দ্বীন ও হাদীস বিশারদ ছিলেন। এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর রচিত বিভিন্ন কিতাবে। তাঁর রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আবু দাউদ শরীফের শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ "বাজলুল মাজহুদ কী হল্লি আবু দাউদ"। ইলমে তরীকতের তিনি একজন কামীল ওলী ছিলেন। তিনি ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (১২৩৩-১৩১৭) হিজরী, ১৮১৭-১৮৯৯ ঈসায়ী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম শীর্ষ খলীফা।

দেওবন্দী ধারার উলামায়ে কিরামের আকাবিরগণ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদী (১৭০৩-১৭৮২ ঈসায়ী) কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান বিভিন্ন সময়ে জুরালো ভাবে তুলে ধরেছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রচিত এ কিতাব খানা। এ ছাড়া বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়েছে পরবর্তীতে সায়্যিদ হোসাইন আহমাদ মাদানী (১৮৮৯-১৯৫৭ ঈসায়ী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত "আশ্‌শিহাবুছ ছাকিব" নামক কিতাবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তৎকালীন বৃটিশ রাজের কুপানলে পড়ে হাজী ইমাদাদুল্লাহ (১৮১৭-১৮৯৯ ঈসায়ী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মক্কা শরীফে হিজরত করেন। হাজী সাহেবের দেশ ত্যাগের পর বিভিন্ন মাসআলায় তার খলীফাগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে এ মত বিরোধ কেবল দেওবন্দী উলামার মধ্যে সীমীত না থেকে সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত পৌছে যায়। তখনই তা আর ইলমী ইখতিলাফ পর্যায়ে না থেকে সামাজিক সমস্যায় রূপ নেয়। দেশে রেখে যাওয়া অনুসারীগণের এ নাজুক অবস্থার কথা জেনে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নে উল্লেখিত ৭টি মাসআলায় নিজের তাহকীক ও অবস্থান পরিষ্কার করেন। মাসআলাগুলো হলো ১. মৌলুদ শরীফ (মীলাদ-কিয়াম) ২. ফাতেহায়ে মুরাওয়াজ্জাহ ৩. উরস্ ও সিমা ৪. নেদায়ে গাইরুল্লাহ ৫. জামাআতে ছানিয়া ৬ ও ৭. ইমকানে নযীর ও ইমকানে কিযব্ । উল্লেখিত ৭ মাসআলার সমাধান সম্বলিত হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আরাইহির উর্দু রিসালা হলো "ফায়সালায়ে হাফত মাসআলাহ"।

আমাদের দেশে যারা নিজেদেরে দেওবন্দী বলে পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, হাজী সাহেব তো বড় মাপের আলিম ছিলেন না, তাই তাঁর কথা দলীল হতে পারে না। **প্রথমতঃ** কারো কথা দলীল হতে হলে তাঁরে বড় মাপের আলিম হতে হবে এমন শর্ত শরীয়তে নেই। বরং শরীয়তের প্রমাণ্য সূত্রের আলোকে সমাধান পেশ করলে সেটাই দলীল। **দ্বিতীয়তঃ** হাজী সাহেব কোন মাপের আলিম ছিলেন সেটা আজকের দেওবন্দী পরিচয় ধারী আলিম ভালো বুঝবেন নাকি দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতুবী (১২৪৮-১২৯৭ হিজরী), মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুঁহী (১২৪৪-১৩২৩ হিজরী) ও মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২ হিজরী) প্রমূখ ভালো বুঝবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে নীচের দুটি উদ্ধৃতি পাঠ করুন!

"মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কেউ হাজী সাহেবের তাকওয়ার কারণে, কেউবা তাঁর কেরামতির কারণে আকৃষ্ট। কিন্তু আমি তার প্রতি অগাধ ইলমের কারণেই আকৃষ্ট"। (আমরা যাদের উত্তরসূরী) কৃত হাফেয মাওলানা হাবীবুর রাহমান পৃষ্ঠা ৪৩, বিশ্বের সেরা ১০০ মুসলিম মনীষীর জীবনী- সংকলনে সামনুল হুদা পৃষ্ঠা ১৭২, বিশ্বের সেরা ১০০ মনীষী, অনুবাদ প্রফেসর আলতাফ হোসেন পৃষ্ঠা ২৫৫)।

হাজী সাহেবের জীবনী গ্রন্থ **"হায়াতে ইমাদাদে"** উল্লেখ আছে, "হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুঁহী, হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহিমাহুমুল্লাহ যখন কোন মাসআলায় সন্দেহে পড়তেন, তখন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। হযরতের জাহিরী ইলমের বিস্তৃতির সম্পর্কে এতটুকু লেখাই যথেষ্ঠ।" (হায়াতে ইমদাদ পৃষ্ঠা ৭০, ১ম সংস্করণ, কাসিমী কুতুবখানা, দেওবন্দ -ইউপি)

আমাদের দেশের দেওবন্দী পরিচয়ধারী উলামার খিদমতে আরয, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির **"ফায়সালায়ে হাফত মাসআলা"** পড়ুন, তাঁর খলীফা মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহমাতুল্লাহি রচিত এবং তৎকালীন আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক সত্যায়িত **"আল মুহান্নাদ"** রিসালা পড়ুন। তারপর নিজেদের অনুসারী অনুগামীদের গাইড করুন। আশা করা যায় এতে করে বিভিন্ন ধারার উলামার দূরত্ব কমে আসবে।
"আল মুহান্নাদ" কিতাবের বাংলা তরজমা করেছেন অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল হাকীম (কামিল হাদীস, এম এ)। বাংলাভাষী মুসলমানদের পক্ষ থেকে শুকরিয়া জানাই তার প্রতি।

আল হাবীব ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ কিতাবখানা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহন করেছে। পাঠকের খিদমতে আরজ, অনুবাদ কিংবা মুদ্রণ জনিত কোন ত্রুটি নজরে পড়লে জানবেন, আমরা পরবর্তীতে সংশোধন করে নেবো, ইনশাআল্লাহ।

ওয়াসসালাম
মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল
পরিচালক, আল হাবীব ফাউন্ডেশন
helal69@ymail.com
লন্ডন
১৩ আগস্ট, ২০১২খ্রিঃ

সূচি পত্র

১. অনুবাদকের কথা ১১
২. উলামায়ে হারামাইনের প্রতি আরজ। ১৫
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নঃ শব্দে রেহাল প্রসঙ্গ। ১৬
৪. তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নঃ নবী রাসুল ও ওলিগণের ওসীলা প্রসঙ্গ। ২৬
৫. পঞ্চম প্রশ্নঃ হায়াতুন্নবী প্রসঙ্গ। ২৭
৬. ষষ্ঠ প্রশ্নঃ রওজা শরীফ মুখী হয়ে যিয়ারত প্রসঙ্গ। ২৪
৭. সপ্তম প্রশ্নঃ অধিক পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ ও দালাইলুল খায়রাত পড়া প্রসঙ্গ। ৩২
৮. অষ্টম, নবম ও দশম প্রশ্নঃ তাকলীদ প্রসঙ্গ। ৩৪
৯. একাদশ প্রশ্নঃ ছুফীগণের ত্বরীকা ও বাইয়াত প্রসঙ্গ। ৩৫
১০. দ্বাদশ প্রশ্নঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব এর মতবাদ বা ওয়াহাবীয়ত প্রসঙ্গ। ৩৭
১১. ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রশ্নঃ "আল্লাহ আরশে সমাসীন" প্রসঙ্গ আল্লাহর সাথে স্থান কাল বা পাত্রের সম্পর্ক আছে কিনা?। ৪০
১২. পঞ্চদশ প্রশ্নঃ নবীর চেয়ে কেউ উত্তম আছে কী না? প্রসঙ্গ। ৪২
১৩. ষোড়শ প্রশ্নঃ খতমে নবুওয়াৎ প্রসঙ্গ নানুতবীর মন্তব্য ব্যাখা। ৪৩
১৪. সপ্তদশ প্রশ্নঃ রাসুল স. বড় ভাইর সমান প্রসঙ্গ দেওবন্দী উলামার মন্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ। ৪৮
১৫. অষ্টাদশ প্রশ্নঃ রাসুল স. এর বাহ্যিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান/ইলম সম্পর্কে দেওবন্দী উলামায়ে মন্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ। ৫১
১৬. উনবিংশ প্রশ্নঃ শয়তানের ইলম ও নবী স. এর ইলম বিষয়ে দেওবন্দী মন্তব্য ব্যখ্যা প্রসঙ্গ। ৫৩
১৭. বিংশ প্রশ্নঃ মাও. থানবী এর ইলমে গাইবে নবী স. সম্পর্কে মন্তব্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ। ৫৮
১৮. একবিংশ প্রশ্নঃ মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠান মুস্তাহাব উলামায়ে দেওবন্দের মন্তব্য প্রসঙ্গ। ৬৩
১৯. দ্বাবিংশ প্রশ্নঃ মীলাদ শরীফে কেয়ামকে জন্মাষ্টমীর সাথে তুলনা প্রসঙ্গ। ৬৮
২০. ত্রয়োবিংশ প্রশ্নঃ আল্লাহর বানীতে ইমকানে কিযব প্রসঙ্গে মাওঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর অভিমত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ। ৭৩
২১. চতুর্বিংশ প্রশ্নঃ ইমকানে কিযব প্রসঙ্গ দেওবন্দী উলামার অবস্থান প্রসঙ্গ। ৭৯
২২. পঞ্চমবিংশ প্রশ্নঃ ইমকানে কিযব প্রসঙ্গ বিস্তারিত বর্ণনা। ৮০
২৩. ষষ্ঠবিংশ প্রশ্নঃ কাদিয়ানী প্রসঙ্গে দেওবন্দীদের অবস্থান। ৯২
২৪. পরিশিষ্ট ক. দেওবন্দী বা তাদের অনুসারীদের প্রতি আরজ। ৯৭
২৫. পরিশিষ্ট খ. মাও. মাজহার হুসাইন ঝিলামীর বক্তব্যের একাংশ (বই এর নামকরণ প্রসঙ্গ)। ৯৮
২৬. পরিশিষ্ট গ. ইত্তেহাদ বুক ডিপো, দেওবন্দ প্রকাশিত আল মুহান্নাদ এর দ্বিতীয় প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। ৯৯
২৭. পরিশিষ্ট ঘ. ঐ প্রকাশনের চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। ১০০
২৮. পরিশিষ্ট ঙ. মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ সহ বিভিন্ন দেশের উলামায়ে কেরামের সত্যায়ন। ১০১

অনুবাদকের কথা

مبسملا و محمدلا ومصليا ومسلما

আজ থেকে শত বছরেরও আগে আরব উপদ্বীপে ওয়াহাবী মতবাদের রাজকীয় প্রসার এবং উপমহাদেশে ইংরেজদের মদদপুষ্ট কাদিয়ানী ভ্রান্ত ধারার উন্মেষ। গোটা বিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী আক্বীদার ওপর এক সর্বগ্রাসী আগ্রাসন চলছিল। কাদীয়ানিয়াত উপমহাদেশের গন্ডি পেরিয়ে খুব একটা অগ্রসর হতে না পারলেও বিশ্বের হকপন্থী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। উলামায়ে হারামাইনসহ বিশ্বের তাবৎ আলেম সমাজের দৃষ্টিতে এরা ভ্রান্ত ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। অধিকন্তু আরবের মরুতে জন্ম নেয়া ওয়াহাবিয়াত কিন্তু উপদ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে উপমহাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় তার ভ্রান্ত নীতিমালার বিস্তার চালিয়ে যাচ্ছিল।

ক্বাদীয়ানিয়াত খতমে নবুওয়াৎ বা মুহাম্মদ (স.) এর শেষ নবী হওয়ায় বিশ্বাস করে না। ওয়াহাবিয়াত কিন্তু এতে বিশ্বাসী হলেও শাফাআত ওসীলাসহ আকাঈদী স্পর্শ কাতর অনেক বিষয়ে শিরক বিদআতের ভ্রান্ত বেড়াজাল বিস্তারে লিপ্ত ছিল।

উপমহাদেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে খুবই তীক্ষ্ম নজর রাখছিলেন এবং ভ্রান্ত এসব কথামালার প্রভাব প্রতিরোধে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। তার সাথে তখন হেজাজ অঞ্চল অর্থাৎ হারামাইন শরীফাইনের ওলামায়ে কেরাম ও ওয়াহাবী কাদিয়ানী ভ্রান্ত চিন্তাধারার সাথে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করে প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এসময়ে ইলমে দ্বীনের অন্যতম সুতিকাগার বলে খ্যাত উপমহাদেশের দেওবন্দ মাদ্‌রাসার বয়স ৩ যুগ পেরিয়েছে মাত্র। এখানে থেকে ও অনেকেই ইলমে দ্বীন তথা ইসলামের কথিত রক্ষক খেতাবে ভূষিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে ধন্য হতে যাচ্ছেন। তাদের বিভিন্ন লেখনি ও বক্তৃতাও প্রকাশ হচ্ছিল। অধিকন্তু এসব লেখনি বক্তৃতা মুসলিম মিল্লাতে সংস্কারের ভূমিকায় উপণীত না হয়ে সন্দেহ-সংশয় অনেকাংশে সংকটের কারণ হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষত দেওবন্দ মাদরাসার তদানীন্তন আকাবীরিন, গাঙ্গুহী রহ, থানবী রহ. নানুতবী রহ. ইসলামইল শহীদ রহ. গং উলামায়ে কেরামের কতিপয় পুস্তিকায় উল্লেখিত কতিপয় মাসাইল যেমন ইমকানে কিযব, ইলমে গাইব, খতবে নবুওত ও রাসূল (স.) এর মর্যাদা সম্পর্কে

মন্তব্য সমূহের প্রচার ও প্রসারে দেওবন্দী আলেমগণ মরিয়া হয়ে উঠছিলেন। এ মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছিল হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর ভক্ত ও মুরিদান ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে। দুঃখের বিষয় তারাও বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বিভক্তির বিষয়গুলো হচ্ছে মিলাদ কিয়াম, ইলমে গাইব খতমে নুবওয়াত, শানে রিসালত ইত্যাদি বিষয়ে গাঙ্গুহী গং ও মাওঃ আব্দুস সামী রামপুরী গং ভিন্নমত পোষণ করতে থাকেন। এ সময়ে তাদের পীর ও মুরশিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন এবং উপমহাদেশে তার মুরিদানদের বিভক্তি নিরসন কল্পে "ফয়সালায়ে হাফত মাসআলা" নামে পুস্তিকা লেখে তাঁর অবস্থান ও অভিমত পরিষ্কার করেন। এতে দেখা যায় যে, মাওঃ আব্দুস সামী রামপুরী রহ. গং-ই মুরশিদের নীতি, বিশ্বাস ও ফয়সালার অনুসারী। এরপরও দেওবন্দী আকাবিরিনের গাঙ্গুহী রহ. গং তাদের মুর্শিদের অবস্থান অভিমত ও আমলসমূহের সাথে ঐকমত্যের বিপরীতে এ সব বিষয়ে তাদের লেখনি চালিয়ে যেতে থাকেন। একপর্যায়ে এ বিষয়টি ওলামায়ে হারামাইনের ও কর্ণগোচর হয় । দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের কাছে তাদের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি মাও. হুছাইন আহমদ মাদানী রহ. এর মাধ্যমে পরিষ্কার হলে মাও. খলিল আহমদ সাহরাণপুরী রহ. উলামায়ে হারামাইনের অনুভূতি ও অভিব্যক্তির পেক্ষাপটে জবাবগুলো রচনা করে দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের অবস্থান পরিষ্কার করেন। যখন ওয়াহাবী-কাদিয়ানীদের মোকাবেলা করা ছিল সময়ের দাবী তখন কতিপয় আকাঈদী স্পর্শকাতর বিষয় অনেকাংশে সর্ব সাধারণের অবোধ্য ও বিতর্কিত বিষয় নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওয়াহাবী ক্বাদীয়ানী ফেতনার সাথে এ মতবাদও দেওবন্দী ফেতনা নামে আখ্যায়িত হয়ে উপমহাদেশে প্রসার লাভ করছিল।

এসব বিষয় হিন্দুস্তানে মুহাজিরে মক্কী রহ. এর সাথে ঐকমত্য পোষণকারী ভক্ত মুরিদান আলেম সমাজ যেমন মেনে নিতে পারেন নি তেমনি উলামায়ে হরমাইনের দৃষ্টিগোচর হলে তারাও এতে অসন্তুষ্ট হন। এমন কি এসব কাইদে বিশ্বাসীদের উলামায়ে হারামাইন তাদেরকে কাফের ফতওয়া দিতেও দ্বাবোধ করেন নি।

Please Click Here & Join With Us

তখন ১৩২৪ হিজরী হযরত মাওঃ হুছাইন আহমদ রহ. মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন। খুবই সুনামের সহিত ইলমে হাদীসের খিদমত করে যাচ্ছিলেন। উলামায়ে হারমাইনের-দেওবন্দী বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। বিতর্কিত মাসাইল সম্বলিত কতিপয় কেতাব আরবী হরফে লেখা হলেও বেশির ভাগ অনরবী। তাই মাদানী রহ. ওলামায়ে হারামইনকে একথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, অনারবী হরফে লেখা ঐ সব পুস্তিকার বৈষয়িক মর্মার্থ স্পষ্ট নয় বিধায় তাদের (দেওবন্দীদের) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া বাঞ্চনীয়। এই প্রেক্ষাপটে ইমকানে কিযবে্ গাঙ্গুহী রহ. এর মুতাযিলা সাদৃশ ফতওয়া ও মিলাদ-কিয়াম সম্পর্কে তার অভিমত, রাসুল স. এর মর্যাদা সম্পর্কে ইসমাইল শহীদ রহ.'র তাকবিয়াতুল ঈমান পুস্তিকার অভিমত, খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে নানতুবী রহ.'র তাহযীরুন্নাছ পুস্তিকার কাদিয়ানী সদৃশ মন্তব্য, ইলমে গায়েব সম্পর্কে থানবী রহ.'র হিফজুল ঈমান পুস্তিকার দ্বের্থহীন অশালীন উক্তি ও সদ্দে রেহাল ইত্যাদি বিষয়ে উলামালে দেওবন্দের অবস্থান ও বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে উলামায়ে হারমাইনের পক্ষ থেকে মাওঃ হুসাইন আহমদ রহঃ কতিপয় প্রশ্নমালা দেওবন্দ পাঠিয়ে দেন। আলোচ্য গ্রন্থে উলামায়ে হারমাইনের ২৬টি প্রশ্ন স্থান পেয়েছে। এ ২৬টি প্রশ্নের জবাব আত্মপক্ষ সমর্থন ও সাফাইর দলিল হিসেবে ১৩২৫ হিজরীতে লিখে উলামায়ে হরমাইনের নিকট পাঠানো হয়েছিল। নাম দেয়া হয়েছিল "আলমুহান্নাদ আলাল মুহান্নাদ"।

দেওবন্দের তৎকালীন শিরতাজ উলামায়ে কেরাম তাদের সম্পর্কে উলামায়ে হরমাইনের ধারণা ও সংশয়ে সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের আকাবিরিন সম্পর্কে হারামাইন বাসীর ধারনা পরিবর্তনের উপায় খুজতে থাকেন। নিজ ও পূর্বসুরীদের সম্পর্কে হরমাইন বাসীর মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে তথাকথিত দ্বীনের ধারক, সুন্নীয়তের বাহকের কথিত তাদের ধ্বজা ধুলি মলিন হয়ে যাবে নিশ্চয়। তাই সর্প ধ্বংসে কিন্তু অস্ত্র নাশেনা এমন জবাব তৈরি তাদের কর্তব্য হয়ে যায়। তাই তাঁরা তদানীন্তন দেওবন্দের মধ্যমনি মাওঃ সাহরনপুরী রহ. এর আশ্রয় গ্রহন করেন।

মাওঃ খলিল আহমদ সাহরান পুরী রহঃ বিজ্ঞতা বিচক্ষণতা প্রসুত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা ও প্রাঞ্জলতা মিশ্রিত উপস্থাপনার আশ্রয়ে উলামায়ে হারমাইনের উদ্দেশ্যে

Please Click Here & Join With Us

তাদের প্রেরিত জিজ্ঞাসা সমূহের এমন একটি জবাব তৈরী করেন যাতে আকবিরীনসহ দেওবন্দীগণ অন্ততঃ হরমাইনবাসী ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মুসলিম হিসেবে আবারও পরিচিত হতে সফল হয়েছিলেন। জবাবী এ কেতাব আরবী ভাষায় রচিত।

বর্তমান দেওবন্দপন্থী আলেমগণের মাঝে বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও তদীয় পূর্ব সুরীদের বিতর্কিত এসব আকীদা পরিলক্ষিত হয়। কারণ, এখন তো আহলে হারামাইন আগেকার অবস্থানে নেই। ওহাবীয়াতের করাল গ্রাস আজ তথাকার সর্বত্র ছেয়ে গেছে। তাই প্রকৃত পক্ষে দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের আকীদা কি? এ বিষয়ে সকলের জানার অধিকার-অবকাশ রয়েছে। এ দৃষ্টিকোন বিবেচনায় ১৩২৫ হিজরী সনে মাওঃ খলিল আহম্মদ সাহরান পুরী রহ. রচিত আলমুহান্নাদ আল্লাল মুফানাদ নাম্মী জবাবী কেতাব বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

এতে অন্ততঃ বাংলাভাষী মুসলমানগণ প্রকৃত সত্য জানতে ও অনুভব করতে পারবে এ আমার বিশ্বাস। এ পুস্তিকার অনুবাদে শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ অধ্যক্ষ মাওঃ নূরুল ইসলাম (দামাত বরাকতুহম) এর উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। প্রিয়ভাজন মাওঃ আবুল খায়েরের সহযোগিতা অতুলনীয়। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আল হাবীব ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা কবি, সাহিত্যিক, কলামিষ্ট ও অনেক গ্রন্থ প্রণেতা বন্ধুবর মাওলানা মোঃ আব্দুল আউয়াল হেলাল সাহেব এ পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞাতই যথেষ্ট হবেনা সত্যি, তবে আল্লাহই এর প্রতিদান দেবেন। একামনা ই করব।

মুসলিম উম্মাহ সত্যান্বেষী ও সত্যানুসারী হোক। সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ছায়াতলে আশ্রয় নিক। আল্লাহ আমাদের সকলকে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর ছাবিত কদম রাখুক। আমীন

মোহামদ আব্দুল হাকীম
সিলেট
১০ই আগষ্ট ২০১২ইং

হারামাইন থেকে প্রেরিত প্রশ্ন ও জবাবসমূহ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

أيها العلماء الكرام والجهابذة العظام! قد نسب الى ساحتكم الكريمة اناس عقائد الوهابية قالوا باوراق ورسائل لا نعرف معانيها لا خلاف اللسان فنرجو ان تخبرونا بحقيقة الحال و مرادات المقال ونحن نسئلكم عن امور اشتهر فيها خلاف الوهابية عن اهل السنة والجماعة-

সকল প্রশংসা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি লাখো দরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করছি।

ওহে উলামায়ে কেরাম! আপনাদেরকে কতিপয় লোক ওয়াহাবী আখ্যায়িত করছে। তারই সাথে আপনাদের রচিত এমন কতিপয় পুস্তিকা উপস্থাপনা করা হয়েছে যাতে উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের ওয়াহাবীয়তের প্রমাণ বিদ্যমান। এসব পুস্তিকা অনারবী হওয়ায় প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই আমরা আশাবাদী, আপনারা আপনাদের প্রকৃত অবস্থান ও আপনাদের উক্তি সমূহের উদ্দেশ্য আমাদের অবহিত করবেন। সুতরাং আপনাদের সামনে এমন বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে যাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে ওয়াহাবীদের প্রত্যক্ষ মতানৈক্য বিরাজিত। যার মর্মার্থ সম্পর্কে আপনাদের অবস্থান স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

السوال الاول والثانى

(١) ماقولكم فى شد الرحال الى زيارة سيد الكائنات عليه افضل الصلوات والتحيات وعلى اله صحبه-

(২) اى الامرين احب اليكم والفضل لدى اكابر كم للزائر هل ينوى وقت الارتحال للزيارة زيارته عليه السلام او ينوى المسجد ايضا وقد قال الوهالية ان المسافر الى المدينة لا ينوى الا المسجد انبوى–

১ম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন :

সাইয়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও তাঁর যিয়ারত সম্পর্কে আপনাদের অবস্থান কী?

নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের কোনটি আপনারা বিশ্বাস করেন? যিয়ারতকারী যিয়ারতকালীন সফরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতে নিয়্যাত করবে? না মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়্যাত করবে? ওহাবীগন শুধু মসজিদে নববীর যিয়ারতের কথা বলে থাকে ।

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ومنه نستمد العون والتوفيق وبيده ازمة التحقيق– حامدً او مصليا ومسلما! ليعلم أولا قبل ان نشرع فى الجواب انا بحمد الله ومشائخنا رضوان الله عليهم اجمعين و جميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الانام وذروة الاسلام امام الهمام الامام الا عظم ابى حنيفة النعمان رضى الله تعالى عنه فى الفروع ومتبعون للامام الهمام ابى الحسن الا

شعرى والامام الهمام ابى منصور الماتريدى رضى الله عنهما فى الا عتقاد والاصول و منتسبون من طرق الصوفية الى الطريقة العلية المسنسوبة الى السادة النقشبندية والطريقة الزكية المنسوبة الى السادة الچشتية والى الطريقة البهية المنسوبة الى السادة القادرية والى الطر يقة المرضية المنسوبة الى السادة السهروردية رضى الله عنهم اجمعين-

ثم ثانيا انا لا نتكلم بكلام ولانقول قولا فى الدين الاوعليه عندنا دليل من الكتاب او السنة اواجماع الامة اوقول من ائمة المذهب ومع ذلك لانـدعى انا لمبرء ون من الخطاء والنسيان فى ظلة القلم وزلة اللسان فان ظهر لنا انا اخطا نا ما فى قول سواء كان من الا صول او الفروع فما يمنعنا الحياء ان نرجع عنه ونعلن بالرجوع كيف لا وقد رجع ائمتنا رضوان الله عليهم فى كثير من اقو الهم حتى ان امام حرم الله تعالى المحترم امامنا الشافعى رضى الله عنه لم يبق مسئلة الاوله' فيها قول جديد والصحابة رضى الله

عنهم رجعوا فى مسائل الى اقوال بعضهم كما لا يخفى على متتبع الحديث فلو ادعى احد من العلماء انا غلطنا فى حكم فان كان من الا عتقاديات فعليه ان يثبت بنص من ائمة الكلام وان كان من الفرعيات فيلزم ان يبنيئ بنيانه على القول الراجح من ائمة المذاهب فاذا فعل ذلك فلا يكون منان شاء الله تعالى الا الحسنى القبول بالقلب واللسان و زيادة الشكر با لجنان والأر كان-

وثالثا ان فى اصل اصطلاح بلاد الهند كان اطلاق الوهابى على من ترك تقليد الائمة رضى الله تعالى عنهم ثم اتسع فيه وغلب استعماله على من عمل بالسنة السنية وترك الامور المستحدثة الشنيعة والرسوم القبيحة حق شاع فى بممبئ ونواحيها ان من منع عن سجدة قبو رالاولياء وطو افها فهو وهابى بل ومن اظهر حرمة الربوا فهو وهابى وان كان من اكابر اهل الاسلام و عظمائهم ثم اتسع فيه حتى صار سبا- فعلى هذا لو قال رجل من اهل الهند لرجل انه

وهابى فهو لا يدل على انه فاسد العقيدة بل يدل على انه سنى حنفى عامل با لسنة مجتنب عن البدعة خائف من الله تعالى فى ارتكاب المعصية ولما كان مشائخنا رضى الله عنهم يسعون فى احياء السنة ويشمرون فى اخماد نير ان البدعة غضب جند ابليس عليهم وحرفوا كلامهم وبهتو هم وافتروا عليهم الافترائات ورموهم بالوهابية وحاشا هم عن ذلك بل وتلك سنة الله التى سنها فى خواص اوليائه كما قال الله تعالى فى كتابه وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطين الا نس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فلما كان ذلك فى الانبياء صلو ات الله عليهم وسلامه وجب ان يكون فى خلفائهم ومن يقوم مقامهم كما قال رسولالله صلى الله عليه و سلم نحن معاشر الانبياء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل ليتوفر حظهم ويكمل لهم اجرهم فالذين ابتدعوا البدعات وما لوا الى الشهوات واتخذوا الههم الهوى والقوا انفسهم فى هاوية الردى

يفترون عليها الا كاذيب و الاباطيل وينسبون الينا الأ صفاليل فاذا نسب الينافى حضرتكم قول يخالف المذهب فلا تلتفتوا اليه لا تظنوا بنا الا خيرا وان اختلج فى صدور كم فا كتبوا الينا فانا نخبر كم بحقيقة الحال والحق من المقال فانكم عندنا قطب دائرة الا سلام-

توضيح الجواب

عندنا وعند مشائخنا زيارة قبر سيد المرسلين (روحى فداه) من اعظم القربات واهم المثوبات و انحج لنيل الدرجات بل قريبة من الو اجبات وان كان حصبوله بشد الرحال وبذل المهج والاموال و ينوى وقت الارتحال زيارته عليه الف الف تحية وسلام وينوى معها زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره من البقاع والمشاهد الشريفة بل الاولى ما قال العلامة الهمام ابن الهمام ان يجرد النية لزيارة قبره عليه الصلوة والسلام ثم يحصل له اذا قدم زيارةالمسجد لان فى ذلك زيادة تعظيمه واجلاله صلى الله عليه وسلم ويو افقه قوله صلى الله عليه وسلم من

جاءنى زائر الاتحمله حاجة الا زيارتى كان حقا على ان اكون شفيعا له يوم القيمة وكذا نقل عن العارف السامى الملا جامى انه افرز الزيارة عن الحج وهو اقرب الى مذهب المحبين واما ما قالت الوهابية من ان المسافر الى المدينة المنورة على ساكنها الف الف تحية لا ينوى الا المسجد الشريف استد لالابقوله عليه الصلوة والسلام لا تشد الر حال الا الى ثلثه مسجد فمردود لان الحديث لا يدل على المنع اصلا بل لو تامله ذوفهم ثاقب لعلم انه بدلا لة النص يدل على الجواز فان العلة التى استثنى بها المساجد الثلاثة من عموم المساجد اوالبقاع هو فضلها المختص بها وهومع الزيادة موجود فى البقعة الشريفة فان البقعة الشريفة والرحبة المنيفة التى ضم اعضاءه صلى الله عليه وسلم افضل مطلقا حتى من الكعبة ومن العرش والكرسى كما صرح به فقهاؤنا رضى الله عنهم ولما استثنى المساجد لذلك الفضل الخاص فاولى ثم اولى ان يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام وقدصرح با

لمسئلة كما ذكرناه بل بأبسط منها شيخنا العلامة شمس العلماء العاملين مولانا رشيد احمد الجنجوهى قدس الله سره العزيز فى رسالته زبدة المناسك فى فضل زيارة المدينة المنورة وقد طبعت مرارا وايضا فى هذا المبحث الشريف رسالة لشيخ مشائخنا مولانا المفتى صدر الدين الدهلوى قدس الله سره العزيز اقام فيها الطامة الكبرى على الوهابية ومن وافقهم واتى ببراهين قاطعة وحجج سا طعة سما ها احسن المقال فى شرح حديث لا تشد الرحال طبعت واشتهرت فلير اجع اليها والله تعالى اعلم-

উত্তর : পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। তারই কাছে প্রকৃত বিশ্লেষণের চাবিকাটি রয়েছে। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলে করীমের প্রতি সালাত ও সালামের হাদিয়া উপস্থাপনের পর :

প্রথমত: উপর্যুক্ত প্রশ্নের জবাবের পূর্বে আমরা ও আমাদের পূর্বসুরীদের অবস্থান নিশ্চিতির বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, আমরা, আমাদের জামাত শরীয়তের সকল বিধান- প্রবিধানে আল্লাহর ইচ্ছায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুসারী।

আকাইদের ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ.ও ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী রহ.এর অনুসারী। তারই সাথে তরীকতে সুফিয়ার ক্ষেত্রে আমরা নক্শবন্দিয়া চিশতিয়া, শুহরাওয়ার্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখি।

দ্বিতীয়ত :

ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ, ইজমায়ে উম্মত অথবা কোন ইমামের উক্তি ছাড়া দলিল বিহীন কোন কথা বলা আমাদের অভ্যাস নয়। এবং আমরা এও বিশ্বাস করি না যে, বলন কথন বা লিখনের ক্ষেত্রে আমরা ভুলের উর্ধ্বে। এতে যদি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের কোন ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে যায় তবে নীতিগত বা শাখা-প্রশাখা গত যে কোন দৃষ্টিকোণে আমরা প্রত্যাবর্তনে কোন দ্বিধাবোধ করি না। বরং সেক্ষেত্রে আমরা প্রকাশ্যে সঘোষণা প্রত্যার্বতণ করে থাকি। কেননা আমাদের ইমামগনেরও এমন অভ্যাস ছিল। যেমন ইমাম শাফী রহ. এর প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পূর্ব ও পরবর্তী রায় বিদ্যমান রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একে অপরের মতে সম্মত হবার প্রমাণ রয়েছে। যারা হাদীস শরীফ নিয়ে গবেষণা করেন তাদের কাছে বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট।

যদি কোন ব্যক্তি/আলেম আমাদের লিখনীতে শরীয়তের বা তার কোন শাখায়, বা আকাইদ গত বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং মাযহাবী ইমামগণের গ্রহণযোগ্য প্রনিধানযোগ্য উক্তি উপস্থাপন করেন, তবে এতে আমরাই উপকৃত হব বেশি এবং মনে প্রাণে ভুল স্বীকার করে তাঁকে/ তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ থাকবেনা ইনশা আল্লাহ।

তৃতীয়ত : আমাদের হিন্দুস্থানে এমন ব্যক্তিকেই 'ওয়াহাবী' বলার প্রচলন রয়েছে যারা চার মাযহাবের ইমামগণের অনুসরণ করে না। পরবর্তীতে সুন্নাতে মুহাম্মদির ওপর আমলকারীকেও ওহাবী বলা শুরু হয়ে যায়, যে অনাসৃষ্ট বেদআত বর্জন করে, মন্দ প্রথা পরিত্যাগ করে, এমনকি হিন্দুস্থানের সর্বত্রই এমন অনাসৃষ্টির উদ্ভব হয় যে, যে আলেম কবর পূজা, কবরে তাওয়াফ করা নিষেধ করে সেই ওয়াহাবী হয়ে যায়, যে সুদ হারাম বলে সেও ওয়াহাবী, এমন কি যে যত বড় মুসলমানই হোক না কেন তার জন্য ওয়াহাবী শব্দটি একটি গালিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এমনকি হিন্দুস্থানের পরিবেশ এমন যে, যে যত বেশি সুন্নতের পাবন্দ বেদআত পরিত্যাগকারী, পাপাচারে আল্লাহর ভয়ে ভীত সে যেন তত বড় ওয়াহাবী।

প্রকৃতপক্ষে আমরা ও আমাদের পূর্বসুরীগণ সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনে সংগ্রাম করি, বিদআতের সর্বগ্রাসী থাবা দমনে সচেষ্ট হই, তাইতো ইবলিশের দোসরগণ

আমাদের প্রতি খুব রাগান্বিত হয়ে তাদের বাক্যালাপে অতিরঞ্জন করে আমাদের প্রতি ওয়াহাবীয়তের অপবাদ রটনা করছে। বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতি এমন নয়। বরং আল্লাহর রীতি হল, প্রকৃত সুন্নাত ওলী আল্লাহর নিকটই বর্ণিত হয় আর হচ্ছেও এমন। তাইতো আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে বলেন, এমত: মানব ও দানব জাতির মাঝে নবীদের দুশমন করে দেয়া হয়েছে। যারা একে অপরের প্রতি অসুন্দর বাক্যালাপ দিয়ে দোষারূপ ও প্রতারণা করে থাকে। হে নবী! আল্লাহ চাইলে তারা এমন করতে পারত না। তাই তারা তাদের মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকুক। তাই যেহেতু আম্বিয়া কেরামের সাথেও এমন আচরণ করা হয়েছে সেহেতু তাদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে এমন হওয়াটাতো একেবারেই স্বাভাবিক। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন "আমরা নবীগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত অত:পর মোদের অনুসারী ক্রমান্বয়ে এমত পরীক্ষিত হতে থাকবে। এতে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলে অবশ্যই ওরা যথাযথ প্রতিদান পেতে থাকবে।"

আর যারা অনাসৃষ্ট বিদআতের অনুসারী, নিজ খেয়াল খুশির বাস্তবায়নকারী এবং নিজের প্রবৃত্তের পূজারী তারাই তাদেরকে ধ্বংসের অতলে ঠেলে দিয়েছে। যারা আমাদের প্রতি অপবাদ দিয়েছে, আমাদেরকে পথভ্রষ্ট বলেছে, তাদের ভ্রান্ত কথামালাকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখবেন এ-ই আমরা আশা করছি।

যদি আমাদের প্রতি আপনাদের কোন সন্দেহ জেগে থাকে, তবে আমরা আশা করব, লিখে অথবা অন্য কোনভাবে আমাদের তা জানাবেন যাতে আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থান আপনাদের খেদমতে তুলে ধরতে পারি। কেননা আপনারা হারামাইনবাসী (মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ) আমাদের কাছে ইসলামের মাপকাঠি।

জবাবের ব্যাখ্যা :

প্রসঙ্গ : রওযায়ে আতহার যিয়ারত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা শরীফ যিয়ারত আমরা ও আমাদের পূর্বসূরীগণের মতে আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ, অতিশয় পূণ্য লাভ উন্নত স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মাধ্যম। বরং উম্মতের জন্য তা ওয়াজিব না হলেও তাঁর কাছাকাছি একটি বিষয়।

সদ্দে রেহাল বা এ উদ্দেশ্যে যাত্রা :

রওদ্বায়ে পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সৌভাগ্যের বিষয়। কেউ যদি রওজা পাক যিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে নববী ও তৎসংশ্লিষ্ট মুবারক জায়গা সমূহের নিয়ত করে তবে তাতেও কোন আপত্তি নেই।

বরং উত্তম হল যেমন আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেছেন যে, কেবল রওজা শরীফ যিয়ারতের নিয়ত করা। যখন সেথায় পৌঁছে যাবে তখন তো এমনিতে মসজিদে নববী যিয়ারত হয়ে যাবে। কেননা মসজিদে নববী সম্মানিত হবার কারণই হল সেখানে রওদ্বায়ে আতহার এর অবস্থান। এমন হলে তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে ইরশাদেরই বাস্তবায়ন হবে যে ইরশাদে তিনি বলেছেন অন্য কোন নিয়্যাত ছাড়া একমাত্র আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে (মদিনায়) আসবে, কেয়ামত দিবসে তার শাফাআত করা আমার দায়িত্ব। এমন দায়িত্বে অর্পিত হতে কে না চায়।

মোল্লা জামী রহ.থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার হজ্বের সফর ছাড়া অন্য সময়ে শুধুমাত্র রওদ্বায়ে পাক যিয়ারতে গিয়েছিলেন, প্রকৃত নবী প্রেমিকগণ এমনি করে থাকেন। আশিকে রাসূলদের ক্ষেত্রে এমন কর্মকে আমরা মনে প্রাণে ভালবাসি ও বিশ্বাস করে থাকি।

বরং ওহাবীরাই বলে থাকে যে, মদীনা শরীফ সফরের ক্ষেত্রে মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়্যাত করতে হবে। তারা সদ্দে রেহাল বর্ণিত এ হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ হাদীস রওজা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রাকে নিষেধ করে না বরং গভীর দৃষ্টিতে অবগাহন করলে দেখা যাবে যে, 'বিদালালাতিন নাছ দালিলিক ভাবে এ হাদীস শরীফই রাওদ্বা পাক যিয়ারতের নিয়্যাতে যাত্রাকে জায়েয করে দিয়েছে। কারণ এ মসজিদ সম্মানীয় হতে যে কারণ রয়েছে তা হল মসজিদের পাশেই যে, রওদ্বায়ে আতহার বিদ্যমান। আর এ রাওদ্বা পাকেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে অবস্থান করছেন। মুবারক দেহ স্পর্শী এ রাওদ্বাখানি এ মসজিদ কেন বস্তুত: কাবা শরীফে এমনকি আল্লাহর আরশ ও কুরসী থেকেও উত্তম। ফুকাহায়ে কেরাম এর বিশদ আলোচনা করেছেন।

উত্তমতা ও ফজীলতের ক্ষেত্রে তিনটি মসজিদকে (আম) শর্তহীন ভাবে আলাদা করা হয়েছে। বুকাআয়ে শরীফা রওদ্বায়ে পাককে আম ফজীলতের কারণে আরও নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ বিষয়টি আমাদের সুযোগ্য পূর্বসূরী জনাব রাশীদ আহমদ গাংগুহী রহ.আরও বিশদভাবে তার "যুবদাতুল মানাছিক" গ্রন্থে 'যিযারতে মদীনা মুনাওয়ারা অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছেন। যা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। এমত এ বিষয়ে আমাদের অন্যতম পূর্বসুরী মুফতি ছদরুদ্দীন সাহেবও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওহাবী ও তার দোসরদের মাথামুন্ডন করেছেন দালিলিকভাবে বিশেষণ করে। এ গ্রন্থের নাম হল-"আহছানুল মুকাল ফি শরহে হাদীস লা তাশুদ্ধুর রিহাল" এ পুস্তিকায় দৃষ্টি বুলালে প্রকৃত সত্য দিবালোকের মত প্রতিভাত হয়ে ওঠবে ইনশাআল্লাহ।

السوال الثالث والرابع

(٣) هل للرجل ان يتوسل فى دعواته بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة ام لا؟

(٤) ايجوز التوسل عند كم بالسلف الصلحين من الا نبياء و الصديقين والشهداء واولياء رب العلمين ام لا؟

৩য় ও ৪র্থ প্রশ্ন :

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর ওসীলা নিয়ে কী দু'আ করা যায়?

সালফে সালেহীন, আম্বিয়া কেরাম, শুহাদায়ে ইজাম বা ওলি আল্লাহর ওসীলা নেয়া কী আপনাদের মতে জায়েয?

الجواب

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل فى الدعوات بالانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء

والصديقين فى حيوتهم وبعد وفاتهم بان يقول فى دعائه اللهم انى اتوسل اليك بفلان ان تجيب دعوتى وتقضى حاجتى الى غير ذلك كما صرح به شيخنا ومولانا الشاه محمد اسحق الدهلوى ثم المهاجر المكى ثم بينه فى فتاواه شيخنا ومولانا رشيد احمد الكنكوهى رحمة الله عليهما وفى هذا الزمان شائعة مستفيضة بايدى الناس وهذه المسئلة مذكورة على صفحه ٩٣ من الجلد الاول منها فليرر اجع اليها من شاء-

উত্তর : আম্বিয়া কেরাম, সলফে সালেহীন, আওলিয়া, ছিদ্দিকীন ও শুহাদায়ে কেরাম জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় দোয়ায় তাদের ওসীলা নেয়া আমাদের ও আমাদের পূর্বসূরীদের মতে জায়েয।

দু'আয় যেন বলা হয়, হে আল্লাহ্! আমার দুআ কবুল ও হাজাত পূরণের ক্ষেত্রে আমি অমুকের ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করছি। আমাদের শায়খ ইসহাক দেহলবী ও মুহাজিরে মক্কী রহ.এমতই তাদের ফতওয়ায়ে উল্লেখ করেছেন। আবার মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ. ও তাঁর ফতওয়ায় এ রায় দিয়েছেন। তাঁর ফতওয়ার কিতাবের ১ম খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ রয়েছে।

السوال الخامس

ماقولكم فى حيوة النبى عليه الصلوة والسلام فى قبره الشريف هل ذلك امر مخصوص به ام مثل سائر المومنين رحمة الله عليهم حيوته برزخية؟

৫ম প্রশ্ন : "রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাওদ্বাহ পাকে জীবিত" এ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী ?

তা কী অন্যান্য মুমিনগণের বারজাখী জীবনের মত না ভিন্নতর কিছু?

الجواب

عندنا وعند مشائخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حى فى قبره الشريف وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهى مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء صلوات الله عليهم والشهداء لا برزخيه كما هى حاصلة لسائر المومنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيو طى فى رسالته "ابناء الاذكياء بحيوة الانبياء"،حيث قال قال الشيخ تقى الدين السبكى حيوة الانبياء و الشهداء فى القبر كحيو تهم فى الدنيا ويشهدله صلوة موسى عليه السلام فى قبره فان الصلوة تستد عى جسدا حيا الى اخرما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية برزخية لكونها فى عالم البرزخ ولشيخنا شمس الاسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز فى هذه المبحث رسالة مستقلة دقيقة الماخذ بديعة المسلك لم ير

مثلها قد طبعت وشاعت فى الناس واسمها "اب حيات" اى ماء الحيوة–

উত্তর : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওদ্বাহ পাকে পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করছেন। এতে কোন প্রকার সংশয় নেই। আর তা তাঁর ও তামাম আম্বিয়া কেরামের জন্য এবং শুহাদায়ে কেরামের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তারা অন্যান্য মুমিন মুসলমানের ন্যায় বারজাখী জীবনযাপন করছেন না।

যেমন আল্লামা সুয়ূতী (রাহ.) ইন্বাউল আযকিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তকীউদ্দীন সুবুকী রহ.ও বলেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শুহাদায়ে কেরাম তাদের কবরে পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করছেন। দলিল হিসেবে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের কবর শরীফে নামাযের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। সালাততো সশরীরে জীবিতাবস্থায়ই হয়ে থাকে।

এতে প্রমাণিত হয় তাদের এ জীবন বারযাখী হলেও পার্থিবতার সাথে কোন পার্থক্য নেই।

এ বিষয়ে আমাদের শায়খ কাসিম নানুতবী রহ.অভিনব কায়দায় গভীর তথ্যানুসন্ধানে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যা আঁবে হায়াত নামে প্রকাশিত রয়েছে।

ألسوال السادس

هل للد اعى فى المسجد النبوىى ان يجعل وجهه الى القبر المنيف ويسئل من المولى الجليل متوسلا بنبيه الفخيم النبيل؟

৬ষ্ঠ জিজ্ঞাসা : মসজিদে নববীতে গিয়ে রাওদ্বাহপাক সামনে রেখে না পেছনে রেখে তাঁকে ওয়াসিলা নিয়ে প্রার্থনা করা হবে? এতে আপনাদের অবস্থান কী?

الجواب

اختلف الفقهاء فى ذلك كما ذكره الملا على القارى رحمه الله تعالى فى المسلك والمنقسط فقال ثم اعلم انه ذكر بعض مشائخنا كابى الليث ومن تبعه كا لكر مانى والسروجى انه يقف الزائر مستقبل القبلة كذا رواه الحسن عن ابى حنيفة رضى الله عنهما ثم نقل عن ابن الهمام بان ما نقل عن ابى الليث مردود بماروى ابو حنيفة عن ابن عمر رضى الله عنه انه قال من السنة ان تاتى قبر رسول الله صلى الله على وسلم فتستقبل القبر بوجهك ثم تقول "السلام عليك ايها النبى و رحمة الله وبر كاته" ثم ايده برواية اخرى احرجها مجد الدين اللغوى عن ابن المبارك قال سمعت ابا حنيفة يقول قدم ابو ايوب السختيانى وانا با لمدينة فقلت لأ نظرن ما يصنع فجعل ظهره مما يلى القبلة ووجهه مما يلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى غير متبا ك فقام مقام فقيه ثم قال العلامة القارى بعد نقله وفيه تنبيه على ان هذا هو مختار الامام

بعد ما كان مترددا فى مقام المرام ثم الجمع بين الرو ايتين ممكن الخ كلام الشريف فظهر بهذا انه يحوز كلا الامرين لكن المختار ان يستقبل وقت الزيارة مما يلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو الماخوذبه عندنا وعليه عملنا وعمل مشائخنا و هكذا الحكم فى الدعاء كما روى عن ما لك رحمه الله تعالى لماساله بعض الخلفاء وقد صرح به مولانا الكنكوهى فى رسالته "زبده المناسك" واما مسئلة التوسل فقد مرت فى صفحة ص ٣،٤،٦

উত্তর : এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে, যেমন, ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) তার "মাসলাক ওয়াল মুনকাসিতে" বলেছেন যে, ইমাম আবুল লায়েছ ও তাঁর অনুসারী কিরমানী (রাহ.) সুবুজী (রাহ.) গংদের মতে যিয়ারতকারী যেন, রাওদ্বাহ পাক পেছনে রেখে কিবলাহমুখী হয়ে দু'আ করে। ইমাম হাসান (রাহ.) ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) থেকে এমত বর্ণনা করেছেন।

অপরদিকে ইমাম ইবনুল হুমাম (রাহ.) বলেন, ইমাম আবুল লায়েছের এ রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাদি.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, যিয়ারতের সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে যে, রাওদ্বাহপাকে উপস্থিত হয়ে কবর শরীফের প্রতি সামনা দিয়ে যেন বলা হয় "السلام عليك ايها النبى و رحمة الله وبر كاته"। এ বর্ণনার স্বপক্ষে তিনি ইমাম মাজদুদ্দিন বাগাবী (রহ.)-এর একটি রেওয়াত উল্লেখ করে বলেন যে, আমি ইবনুল মুবারক রহ.কে এ বলতে শুনেছি যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.বলছেন, আবু আইয়্যুব সিখতিআসানী মদীনা শরীফে আগমন করেন। আমিও সেখানে ছিলাম। তখন আমি মনে পোষণ করলাম যে, দেখি তিনি

যিয়ারতের ক্ষেত্রে রাওদ্বাহ পাক সামনে করে বা পিছনে রেখে যিয়ারত করেন। তখন দেখলাম, ইমাম সিখতিয়ানী কেবলাহকে পিছনে রেখে রাওদ্বাহ পাকমুখী হয়ে অঝোরে কাঁদলেন ও দুআ করলেন। অত:পর ইমাম আবু হানিফা রহ.এর সাথে কথা বললেন। এ কথা বর্ণনা করে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) বলেন, এতে স্পষ্টত: এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেল যে, কেবলাহর বিপরীতে রাওদ্বাহ পাকমুখী হয়ে যিয়ারত করা-ই ইমাম আবু হানিফাহ রাহ. এর মত ও অভ্যাস। প্রথম অবস্থায় এর বিপরীত হলেও উভয় অবস্থার যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান ও সম্ভব। এতে প্রমাণিত হয় যে, উভয় অবস্থায় যেয়ারত জায়েজ হলেও রাওদ্বাহ পাকমুখী হয়ে যিয়ারত করাই উত্তম। আর ইহাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আমরা ও আমাদের পূর্বসুরী উলামায়ে কেরাম এর মত আমল করি। ইমাম মালিক (রাহ.) কে তাঁর কোন শিষ্য এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ও এমত পোষণ করেন।মাও: রশিদ আহমদ গাংগুহী তার "যুবদাতুল মানাছিক" গ্রন্থে এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন।

السوال السابع

ماقو لكم فى تكثير الصلوه علـــى النبـــى صـــلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الجيرابت والاوراد؟

৭ম জিজ্ঞেসা :রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক পরিমানে সালাত ও সালামের হাদিয়া পেশ করা, দালাইলুল খায়রাত শীর্ষক কেতাব পঠন ও দরুদের অন্যান্য জপ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী?

الجواب

يستحب عندنا تكثير الصلوة على النبـــى صـــلى الله عليـــه وســـلم وهـــومن ارحـــى الطاعـــات وأحـــب المندوبات ســـواء كـــان بقـــراءة الـــدلائل والاوراد الصلو تية المو لفة فى ذلك او بغيـــر هـــا ولكـــن الا فضل عندنا ما صح بلفظه صـــلى الله عليـــه وســـلم

ولو صلى بغير ما وردعنه صلى الله عليه وسلم لم يخل عن الفضل ولسيتحق بشارة من صلى على صلوة صلى الله عليه عشر او كان شيخنا العلامة الگنكوهى يقرء الدلائل وكذلك المشائخ الاخر من ساد اتنا وقد كتب فى ارساداته مولانا ومرشدونا قطب العالم حضرة الحاج امداد الله قدس لله سره العزيز وامر اصحابه بان يخربوهو كانوا يروون الدلائل رواية و كان يجيز اصحابه بالدلائل مولانا الكنكو هى رحمة الله عليه

উত্তর : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে অধিক পরিমাণে দরুদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করা মুস্তাহাব, অতিশয় পূণ্যময় ও মুস্তাহাব আমল সমূহের অন্যতম আমল বলে আমরা মনে করি। ইহা দালাইলুল খায়রাত শীর্ষক গ্রন্থ অথবা অন্য কোন গ্রন্থ তিলাওয়াত করে হোক তাতে কোন আপত্তি নেই।

তবে আমাদের মতে যে সব সালাত ও সালামের ইবারত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হুবহু বর্ণিত রয়েছে সেগুলো তিলাওয়াত করাই অধিক উত্তম। বর্ণিত নয় এমন ভাষায় ও দরুদ ও সালামের হাদিয়া খিদমতে পাকে পেশ করলে পূণ্য হবে না এমন কথা মোটেও নয়। এমন ভাবে দরুদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করলে অবশ্যই পাঠকারী সুসংবাদের অধিকারী হয়ে যাবে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে "আমার ওপর যদি একবার কেউ দরুদ পড়ে তবে আল্লাহ তার ওপর দশবার দরুদ ও শান্তি বর্ষণ করবেন।

আমাদের শায়খ রশীদ আহমদ গংগুহীসহ অন্যান্যরাও দালাইলুল খায়রাত শীর্ষক গ্রন্থ তিলাওয়াত করতেন। হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.ও তার শিষ্যদের এ গ্রন্থ তিলাওয়াতের নির্দেশ দিতেন। আমাদের মাশায়েখগণ হামেশা দালাইলুল খায়রাত গ্রন্থ তিলাওয়াতের হুকুম করেন ও জপ করেন। হযরত মাও: রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ.ও তার শীষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেও এর জপ করতেন।

السوال الشامن والتاسع والعاشر

هل يصح لرجل ان يقلد احدامن الائمة الاربعة فى جميع الاصول والفروع ام لا؟ وعلى تقدير الصحة هل هو مستحب ام واجب ومن تقلدون من الائمة فروعا واصولا؟

৮ম ৯ম ও ১০ম জিজ্ঞাসা

শরীয়তের সকল বিধান প্রবিধানে একজন ইমামের অনুসরণ কি কারও জন্য বৈধ? বৈধ হলে তা মুস্তাহাব না ওয়াজিব? আপনারা কোন ইমামের অনুসারী?

الجواب= لا بد للرجل فى هذا الزمان ان يقلد احدامن الائمة الاربعة رضى الله تعالى عنهم بل يجب فانا جربنا كثيرا ان مان ترك تقليد الائمة واتباع راى نفسه وهوا هاالسقوط فى حفرة الالحاد والذ ندقة اعاذنا الله منها ولاجل ذلك نحن ومشا ئخنا مقلدون فى الاصول والفروع لامام المسلمين ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه اماتنا

الله عليه وحشر نافى زمرته ولمشائخنافى ذلك تصانيف عديدة شاعت واشتهرت فى الافاق

উত্তর : অবশ্যই শরীয়তের বিধান প্রবিধান সমূহের পালনে এ যুগে চার ইমামের যে কোন এক জনের অনুসরণ করা অতিশয় প্রয়োজন এমনকি ওয়াজিব। কেননা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি ইমামের তাকলীদ ব্যতীত নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ নিজেকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপনের নামান্ত র।এমনকি এতে সে মুলহিদ ও জিন্দিক হয়ে যেতে পারে আল্লাহ রক্ষা করুন! আমরা ও আমাদের মাশায়েখ এ বিষয়ে শরীয়তে তামাম বিধান-প্রবিধান পালনে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এর একচ্ছত্র অনুসারী। আল্লাহ যেন আমরণ এর উপর দায়িম ও কায়িম রাখে। আমাদের হাশর ও নশর যেন তাদেরই সাথে হয়। মহান আল্লাহর দরবারে এ মোদের করুণ আর্তি। এ বিষয়ে আমাদের মাশায়েখ গনের অগণিত প্রকাশিত জগতবিখ্যাত পুস্থকাদি রয়েছে।

السوال الحادى عشر

وهل يجوز عندكم الاشتغال باشغال الصوفيه وبيعتهم وهل تقولون بصحة وصول الفيوض الباطنيةعن صدور الاكابر وقبورهم وهل يستفيد اهل السلوك من روحانية المشائخ الاجله ام لا؟

একাদশ জিজ্ঞাসা : সুফিয়ায়ে কেরামের বিভিন্ন সবক গ্রহণ, তদনুযায়ী আমল করা, তাদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ আপনাদের কাছে বৈধ কি না? আকাবিরীনের মুবারক সীনা বা কবর শরীফ থেকে আধ্যাত্মিক ফয়জ হাছিল এর ক্ষেত্রে আপনাদের মত ও অবস্থান তার সাথে ওদের আত্মিক সম্পর্কের ফুয়ুযাত অর্জন সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী?

الجواب

يستحب عندنا اذا فرغ الانسان من تصحيح العقائد وتحصيل المسائل الضر ورية من الشرع

ان يبابع شيخا راسخ القدم فى الشريعة زاهد افى الدنيا راغبا فى الا خرة قدقطع عقبات النفس وتمرن فى المنجيات وتبتل عن المهلكات كاملا مكملا ويضع يده فى يده ويحبس نظره فى نظره ويشتغل باشتغال الصوفية من الذكر والفكر والفناء الكلى فيه ويكتسب النسبة التى هى النعمة العظمى والغنيمة الكبرى وهى المعبر عنها بلسان الشرع بالا حسان واما من لم يتيسرله ذلك ولم يقدرله ما هنالك فيكفيه الا نسلاك بسلكهم والانخراط فى حزبهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اولئك قوم لا يشقى جليسهم وبحمد الله تعالى وحبسن انعامه نحن ومشائخنا قد دخلو فى بيعتهم واشتغلوا با شغالهم وقصد واللارشاد والتلقين والحمد الله على ذلك واما الا ستفادة من روحانية المشائخ الا جلة ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم اوقبوزهم فيصح على الطريقة المعروفة فى اهلها وخواصها لا بما هو شائع فى العوام-

উত্তর : সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী ও শরীয়তের পাবন্দ একজন মানুষ যদি শরীয়তের বিধান-প্রবিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী, পার্থিব লোভ লালসায় নিরোৎসাহী পরকালের ভয়ে ভীত, নিজ প্রবৃত্তির ওপর জয়ী, পূণ্যবান ও মন্দকাজ

থেকে বিলকুল বিরাগী, নিজে যেমন কামিল মুমিন তেমনি অপরকেও এ ব্যাপারে প্রেরণা দানকারী এমন কোন পীর ও মুরশিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং নিজ দৃষ্টি তার ওপর নিবন্ধ রাখে এবং তাঁর দেয়া সবক জপ করে কথামত চলে অর্থাৎ আল্লাহ ও তার নবীর ফিকরে নিমগ্ন হয় তবে তার জন্য এটা হবে এক বিরাট নিয়ামত বিজ্ঞান গনীমত। ইসলামী শরীয়ত এমন বিষয়কে ইহসান হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে। যে এমন স্থরে উপনীত হতে না পারে তার জন্য এমন বুযুর্গদের সিলসিলাভুক্ত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন মানুষ যাকে ভালবাসে তার সাথেই থাকে। ঐ পীর মুরশিদ এমন হয়ে থাকেন যার পাশে বসলে অভাগারাও সৌভাগ্যবান হয়ে যায়। আল্লাহর শোকর, আমাদের মাশায়েখ এমন ব্যক্তির নিকট বাইআত গ্রহণ করে থাকেন। তাদের দেয়া সবক জপ করেন, তাদের উপদেশাবলী পূংখানুপুঙ্খ অনুসরণ করে থাকেন।

মাশায়েখের আত্মিক ফয়েজ হাসিলের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল, তাদের সীনা মুবারক বা কবর শরীফ থেকে নিঃসন্দেহে ফয়েজ হাসিল বা উপকার লাভ করা সম্ভব। তবে যার যে যোগ্যতা আছে সেই এ উপকার লাভ করতে পারবে।

السوال الثانى عشر

قد كانَ محمد بن عبد الوهاب النجدىّ يستحل دماء المسلمين واموالهم واعراضهم وكان ينسب الناس كلهم الى الشرك ويسب السلف فكيف ترون ذلك وهل تجوزون تكفير السلف والمسلمين وأهل القبلة كيف مشربكم؟

দাদশ জিজ্ঞাসা : মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদী, মুসলমানদের জান মাল ও মান সম্মানকে হালাল মনে করত। অর্থাৎ ওদের সর্বাস্ব ধ্বংস করা জায়েয মনে করত। সকল স্তরের মানুষকে মুশরিক বলে আখ্যা দিত। সলফে সালেহীনদের গালিগালাজ করত। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী? সলফে

সালেহীন ও মুসলমানদের কাফির আখ্যা দেয়া আপনারা কী বৈধ মনে করেন? আপনাদের অবস্থান নিশ্চিত হলে কৃতার্থ থাকব।

الجواب

الحكم عندنا فيهم ماقال صاحب الدرالمختارو خوارج هم قوم لهم منعة خرجواعليه بتاويل يرون انه على باطل كفر او معصية توجب قتاله بتاويلهم يستحلون دمائنا واموالنا ويسبون نسائنا الى ان قال وحكمهم حكم البغاة ثم قال وانما لم نكفرهم لكونه عن تاويل وان كان باطل وقال الشامي فى حاشيته كما وقع فى زماننا فى اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبو اعلى الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشر كون واستباحو ابذ الك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم ثم اقول ليس هو ولا احد من اتباعه وشيعته من مشائخنا فى سلسلة من سلاسل العلم من الفقه والحديث والتفسير والتصوف واما استحلال دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فاما ان يكون بغير حق او بحق فان كان بغير حق فاما ان يكون من غير تاويل فكفر وخروج عن الاسلام

وان كان بتاويل لا يسوغ فى الشرع ففسق واما ان كان بحق فجائزبل واجب واما تكفير السلف من المسلمين فحاشا ان نكفر احدا منهم بل هو عندنا رفض وابتداع فى الدين و تكفير اهل القبلة من المبتد عين فلا نكفر هم ما لم ينكروا حكما ضروريا من صروريات الدين فاذا ثبت انكار امر ضرورى من الدين نكفر هم ونحتاط فيه وهذا دأبنا و دأب مشائخنار حمهم الله تعالى-

উত্তর : আমরা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদী সম্পর্কে সেই মনোভাব ও মতবাদ পোষন করি, যা 'রদ্দুল মুহতার' শীর্ষক গ্রন্থকার আল্লামা শামী রহ.ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, খারেজীদের শিংওয়ালা এক দল যারা হযরত আলী. কে ভ্রান্ত-বাতিল বলে তাঁর ওপর কুফরীর ফতয়া জারী করে তার ওপর চড়াও হয়েছিল। তাঁকে (হযরত আলী (রাদ্বি) কে হত্যা করা ওয়াজিব ফতওয়া দিয়েছিল। তারই সাথে তাঁরা হযরত আলী (রাদ্বি) এঁর প্রাণ ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেয়া হালাল মনে করে, মহিলা আটক ও বন্দি করা বৈধ ফতওয়া দিয়েছিল এবং সমগ্র মুসলমান জাতিকে (তাদের অনুসারী ছাড়া) ধর্মত্যাগীকে হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল। তারা বলেছিল তাদের ওপর এ ফতওয়া জারীর কারণ হল তারা কুরান ছেড়ে তাবীল এর আশ্রয় নিয়েছে। আল্লামা শামী রহ.ঐ কিতাবের হাসিয়ায় উল্লেখ করেছেন যেমত আমাদের এ যুগে নজদ এলাকা থেকে বের হয়ে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব হারামাইন শরীফাইনে চড়াও হয়েছে এবং ঐ খারেজী আকীদা পোষণ করে তাদের মতই সমগ্র মুসলমান (সুন্নী যারা) জাতিকে হত্যা করা বৈধ মনে করছে। আমরা মনে করি ঐ ওহাবীরা সে যুগের খারেজীদেরই উত্তরসূরী। ওরা মুসলমান নয়।

তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী দাবি করলেও তারা মনে করে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব ও তার অনুসারীগণ কেবল মুসলমান আর অন্যরা সকলেই মুশরিক। এই মনোভাব ও মতবাদের ওপর ভিত্তি করে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামাতের অনুসারী মুসলমান ও তাদের উলামায়ে কেরামকে হত্যা করা বৈধ দাবি করে বসে। অত:পর আল্লাহই তাদের শিং ভেঙ্গে দিয়েছেন।

পরবর্তীতে আমরা বলতে চাই আমরা আমাদের পূর্বসুরী মাশায়েখগণের কেউই মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নযদীর অনুসারী নয়। তাফসীর, ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের অথবা ইলমে তাসাউফের কোন শাখা প্রশাখায় ওদের সাথে (মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব ও তার দল) আমাদের কোন প্রকার যোগ সাজস ও সম্পর্ক নেই।

এখন মুসলমানদের ধন সম্পদ ও মান সম্মান হালাল বুঝার বিষয়ে আমাদের কথা হল- তা সঠিক না অঠিক? যদি অঠিক হয় তবে আমরা নির্দিধায় বলব ওরা খারেজীদের মত কাফের। আর যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয না জায়েজের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে আমরা বলব শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের এ দাবি জায়েয নয় বিধায় তারা ফাসেক।

সলফে সালেহীন ও সুন্নী মুসলমানের প্রতি 'কুফর' এর অপবাদ দেয়া প্রসঙ্গে আমরা বলব, না তা কখনো হতে পারে না এমন ধৃষ্টতার সাহস আমাদের নেই। আমাদের মতে তা রাফেযীদের অনুসরণ, ধর্মে বিদআতের অনুপ্রবেশের নামান্তর। আহলে কিবলাহ্ কোন বেদআতীদের ক্ষেত্রেও আমরা এমন মনোভাব পোষণ করি না। যতক্ষণ না কেউ ধর্মীয় কোন নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়কে অস্বীকার করে না বসে। হা যদি ধর্মীয় কোন বিষয় আশয়কে অস্বীকার করে বসে তখন অবশ্যই তাদের কাফের বলতে দিধা করবনা। তাদের পরিহার করেই চলব।

আমরা ও আমাদের সকল মাশায়েখ এ নীতিতেই বিশ্বাস করে তা অনুকরণ করে থাকেন। আশা করব আমাদের প্রতি ওহাবী সংশ্লিষ্টতার গন্ধ ও আপনাদের সংশয়ের অবসান হবে ইনশাআল্লাহ।

اسوال الثالث عشر والرابع عشر

ما قولكم فى امثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل تجوزون اثبات جهة ومكان للبارى تعلى ام كيف رايكم فيه؟

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ জিজ্ঞাসা

আল্লাহ্ তায়ালা- 'আরশে সমাসীন' এ ধরনের আল্লাহর বাণী সম্পর্কে আপনাদের ধ্যান ধারণা কী? স্থান কাল পাত্রের গন্ডীতে আল্লাহ আবদ্ধ কি না? এ ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান ও অভিমত কী?

الجواب

قولنا فى امثال تلك الايات انا نؤمن بها ولايقال كيف ونومن بالله سبحانه وتعالى متعال ومنزه عن صفات المخلوقين وعن سمات النقص والحدوث كما هوارى قد مائنا- واما ما قال المتاخرون من ائمت فى تلك الا يات يا ولونها بتاويلات صحيحة سائغة فى اللغة والشرع بانه يمكن ان يكون المر اد من الاستواء الا ستيلاء ومن اليد القدرة الى غير ذلك تقري الى افهام القاصرين فحق ايضا عندنا واما الجهة والمكان فلا نجوز اثباتهما له تعالى ونقول انه تعالى منزه ومتعال عنهما وعن جميع سمات الحدوث-

উত্তর : আল্লাহপাকের এসব কালাম আমরা নির্দ্বিধায় বিনা সংশয়ে বিশ্বাস করি। কেমনে কীভাবে তা খুঁজিনা এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার খোঁজাখুঁজি বা প্রশ্নের অবতারণা করার অবকাশ আছে বলে ও মনে করিনা। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, সৃষ্টি জগতের তামাম মখলোকের যে কোন প্রকার গুন-গরীমা থেকে আল্লাহ পুত:পবিত্র। আল্লাহ চিরন্তন ক্ষয় ও লীনতা সম্পর্কীয় যে কোন অবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা বিলকুল পবিত্র। ইহাই আমাদের পূর্বসূরীদের অভিমত।

Please Click Here & Join With Us

আর ওদের উত্তরসূরীগণ এ ধরনের 'আয়াত' সমূহের ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ ভাষা ও শরীয়তের পরিভাষা সম্মত সম্ভব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যা সাধারণ বিবেকও বুঝে উঠতে পারে। উদাহরণত বলা যায়, ইহা সম্ভব যে, 'ইস্তেওয়া' (সমাসীনতা) বলতে অধিকৃতি ও হাত মানে কুদরতই বুঝানো হয়েছে। এটাই আমরা সঠিক বলে বিশ্বাস করি। হ্যাঁ কেউ যদি স্থান কাল ও পাত্রের সাথে আল্লাহকে সম্পর্কিত করতে চায় তবে এ চাওয়া ও বিশ্বাসকে আমরা নাজায়েজ মনে করি। আবারও বলব আল্লাহ তায়ালা স্থান কালপাত্রের উর্ধ্বে কালের বিবর্তন ও যুগের পরিবর্তনের গতিসীমার বাহিরে ও তা থেকে পুত:পবিত্র।

السوال الخامس عشر

هل ترون احدا أفضل من النبى صلى الله عليه وسلم من الكائنات؟

পঞ্চদশ জিজ্ঞাসা : আপনারা কী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সৃষ্ট জগতে কাউকে বা কোন কিছুকে উত্তম মনে করেন?

الجواب

اعتقادنا واعتقاد مشائخنا ان سيدنا ومولا ناو حبيبنا وشفيعنا محما- ارسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلائق كافة وخير هم عندالله تعالى لا يساويه احد بل و لايدانيه صلى الله عليه وسلم فى القرب من الله تعالى ولمنزلة فيعة عنده وهو سيد الانبياء والمرسلين وخاتم الا صفياء والنبيين كما ثبت با لنصوص وهو الذى نعتقده وندين الله

تعالى به وقد صرح به مشائخنا فى غير تصنيف—

জবাব : আমরা আমাদের মাশায়েখ আলাইহিমুর রাহমাহ্গণের আকীদা হল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা উপমায় তামাম মখলুকাত থেকে আফজল বা উত্তম ও সৃষ্টির সেরা। এক্ষেত্রে কেউই তাঁর সমকক্ষ নেই ও হতে পারেনা পারেনা নিকটবর্তীও হতে। এমনকি কোন নবী ও তাঁর নিকটবর্তী ও সমকক্ষ নয়। দলিলগত দিকে প্রমাণিত যে, তিনি আওয়ালীন ও আখেরীনদের সর্বোত্তম। ইহাই আমাদের আকীদা। এ আকীদাই হল দ্বীন ও ঈমানের মুল চাবিকাঠি। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের মাশায়েখগণ তাদের বিভিন্ন রচনাবলীতে সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন ভাষায় উপস্থাপনও করেছেন।

السوال السادس عشر

اتجوزون وجود نبى بعد النبى عليه الصلوة والسلام وهو خاتم النبيين وقد تو اتر معنى قوله عليه..السلام لا نبى بعدى وامثاله وعليه انعقد الاجماع وكيف رايكم فيمن جوز وقوع ذلك مع وجود هذه النصوص وهل قال احد منكم اومن اكابر كم ذلك؟

ষোড়শ জিজ্ঞাসা

সাইয়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিইয়ীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর কী কোন নবীর আগমণকে আপনারা বৈধ মনে করেন?

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত রয়েছে যে, 'আমার পরে আর কোন নবী নেই'। এ হাদীস প্রসুত আকীদা ও বিশ্বাসে উম্মতের ঐকমত্য অর্থাৎ ইজমা প্রতিষ্ঠিত। এরপরও যদি কেউ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের পরে কোন নবীর আগমন সম্ভব ও বৈধ মনে করে তবে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনাদের অভিমত ও অবস্থান কী?

আপনারা বা আপনাদের আকাবিরীনের কেউ কী এমন কথা ও কাজে বিশ্বাসী আছেন?

الجواب

اعتقادنا واعتقاد مشائخنا ان سيدنا ومولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ارسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبى بعده كما قال الله تبارك وتعالى فى كتابه ولكن رسول الله وخاتم النبين وثبت با حاديث كثيرة متو اترة المعنى وباجماع الامة وحاشا ان يقول احد منا خلاف ذلك فانه من أنكر ذلك فهو عندنا كافر لانه منكر للنص القطعى الصريح نعم شيخنا ومولانا سيد الاذكياء المدققين المولوى محمد قاسم النانوتوى رحمه الله تعالى اتى بدقة نظره تدقيقا بديعا اكمل خاتميته على وجه الكمال واتمها على وجه التمام فانه رحمه الله تعالى قال فى رسالته المسماة "بتحذير الناس" ما حاصله ان الخاتمية جنس تحته نوعان احدهما خاتمية زما نية وهوان يكون زمان نبوته صلى

الله عليه وسلم متاخر امن زمان نبوة جمبيع الا نبياء ويكون زمان نبوته صلى الله عليه وسلم متاخرامن زمان نبوة جميع الا نبياء ويكون خاتما لنبو تهم بالزمان والثانى خاتمية ذاتية وهى ان يكون تفس نبوته صلى الله عليه وسلم ختمت بها وانتهت اليها نبوة جميع الانبياء وكما انه صلى الله عليه وسلم ختمت بها وانتهت اليها نبوة جمع الانبياء وكما انه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بالزمان كذلك هو صلعم خاتم النبيين بالذات فان كل ما بالعرض يختم على ما بالذات وينتهى اليه ولا تتعداه ولما كان نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الا نبياء بالعرض لان نبؤتهم عليهم السلام بواسطة نبوته صلى الله عليه وسلم وهو الفرد الا كمل الا وحد الا بجل قطب دائرة النبوة والرسالة وواسطة عقدها فهو خاتم النبيين ذاتا وزمانا وليس خاتمية صلى الله عليه وسلم منحصرة فى الخاتمية الزمانية فانه' ليس كبيرة فضل ولا زيادة رفعة ان يكون زمانه صلى الله عليه وسلم متاخرا من زمان الانبياء

قبله بل السيادة الكاملة والرفعة البالغة والمجد الباهرتو الفخر الزاهرة تبلغ غايتها اذا كان خاتميته صلى الله عليه وسلم ذاتا و زمانا واما اذا اقتصر على الخاتمية الزمانية فلا تبلغ سيادته ورفعته صلى الله عليه وسلم كما لها ولا يحصل له الفضل بكليته وجامعيته وهذا تدقيق منه رحمه الله تعالى ظهر له فى مكاشفات فى اعظام شانه وادلال برهانه وتفضيله وتبجيله صلى الله عليه وسلم كما حققه المحققون-

من ساداتنا العلماء كالشيخ الا كبر والتقى السبكى وقطب العالم الشيخ عبد القدوس الكنكوهى رحمهم الله تعالى لم يحم حول سرادقات ساحت فيما نظن ونرى ذهن كثير من العلماء المتقدمين والاذكياء المتبحرين و هو عند المبتد عين من اهل الهند كفر وضلال ويوسوسون الى اتباعهم وأوليائهم انه انكار لخاتميته صلى الله عليه وسلم فهيهات وهيهات ولعمرى انه لافرى الفرى واعظم زور وبهتان بلا امتراء ما حملهم على ذلك الا الحقد

والشحناء والحسد والبغضاء لا هل الله تعلى وخواص عباده وكذلك جرت السنة الا لهية في انبيائه واوليائه—

উত্তর : হুযুরে পূরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খতমে নবুওতের ক্ষেত্রে আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস হল, তিনিই শেষ নবী, তার পরে আর কোন নবী নেই। যেমন আল্লাহ জাল্লা শানুহু কালামে পাকে ঘোষণা করেন, আর হাঁ তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। অসংখ্য হাদীসে মুতাওয়াতেরাহ ও এ বিষয়ে বিদ্যমান রয়েছে। উম্মতের সর্বসম্মত মতৈক্য বা ইজমা ও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। না কখনো হতে পারে না, আমাদের কেউ এমন বলেনা যেমন তেমনি বিশ্বাস করে না এমন কোন উদ্ভট কথা। আমাদের মতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খতমে নবুওয়াতের বিষয়কে কেউ অস্বীকার করে তবে সে 'কাফের'। কেননা সে প্রকাশ্য দলিলে কাত্বয়ী (অকাট্য দলিল) কে অবিশ্বাস করল। আর অকাট্য দলিলে অবিশ্বাসী ব্যক্তি নির্দিধায় কাফের।

আমাদের মুরশিদ ক্বাসিম নানুতবী (রাহ.) তার সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমানাদিসহ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন তার 'তাহযীরুন নাছ' শীর্ষক গ্রন্থে। তার সারাংশ হল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাতামিয়ত অর্থাৎ খতমে নবুওয়ত হল একটি পূর্ণ বিষয় এতে অংশিদারিত্ব বা প্রকারান্তরের কোন অবকাশ নেই। অন্যদিকে আবার নবুওয়াতের 'খাতামিয়ত' কে যদি একটি জিনিস মনে করা হয়। তবে তার দুইটি দিক রয়েছে- এক 'খাতামিয়ত- তার সম-সাময়িক অর্থাৎ সকল নবীর শেষ নবী। দ্বিতীয়ত : এটা সত্তাগত খাতামিয়ত। যেখানে গিয়ে নবুওয়াতের প্রকার হল সত্তাগত। অন্যান্য নবীগণের নবুওয়াত সত্তাগত ছিল না বরং আরেজী ছিল তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে রিসালতের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় পরিপূর্ণতা আসে কেননা তিনিই নবুওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ও নবুওয়াতের মৌলিক মাপকাটি হিসেবে উপনীত। তাইতো তিনি যুগের ও সত্তার শেষ অর্থাৎ খাতামুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তার সে খাতমিয়ত বা নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু যুগের ক্ষেত্রে নয় এ কারণে যে, তাতো কোন ফজীলতের বড় বিষয় নয়। তাঁর যুগ অন্যান্য নবীগণের যুগের

পরবর্তী যুগ। বরং পূর্ণ নেতৃত্ব, উচ্চতম মর্যাদা, শেষ পর্যায়ের সম্মান তখনই প্রমাণিত হবে যখন তার খাতামিয়ত/নবুওতের শেষত্ব সত্তা-যুগ ও গুনগত দিক দিয়ে হয়। তা না হলে যদি শুধু যুগের ক্ষেত্রে তাকে খাতামুন্নবী আখ্যায়িত করা হয় তবে তার নেতৃত্ব সম্মান ও মর্যাদা পরিপূর্ণতার ষোলকলায় সুষমামন্ডিত হবে না। এক্ষেত্রে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মাওঃ সাহেব যথেষ্ট দক্ষতা ও নিপূণতার পরিচয় দিয়েছেন। আমার জানা ও বিশ্বাস মতে উলামায়ে মুতাকদ্দিনীনের কেউ বিষয়টিকে এত গভীর থেকে বিশ্লেষণ করেননি। হিন্দুস্থানের বিদআতীগণের নিকট এতে তিনি ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপিত ও কুফরে নিমজ্জিত হয়ে কাঁদেন।

ঐ বেদআতীগণ ও তাদের দোসরগণ এ কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার প্রচার ও প্রসার করে থাকে যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুননাবী নন। শত অনুতাপের সহিত নিজ জীবনের শপথ নিয়ে বলি এটা খুবই হীন মানসিকতা সম্পন্ন অপবাদ মাত্র। যার একমাত্র কারণ তাদের শক্রতাসুলভ প্রতিহিংসা। আহলুল্লাহ ও আল্লাহর খাছ বান্দাহদের সাথে আল্লাহর নীতি অর্থাৎ সত্যের বিরুধিতা জারি থাকবে।

السوال السابع عشر

هل تقولون ان النبیّ صلى الله عليه وسلم لا يفضل علينا الا كفضل الاخ الاكبر على الاخ الاصغر لاغير وهل كتب احد منكم هذا المضمون فى كتاب؟

সপ্তদশ জিজ্ঞাসা :

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের চেয়ে খুব একটা বেশি সম্মানের অবস্থান সংরক্ষণ করেন না। বড়জোর তিনি ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই যে সম্মানের অধিকার রাখে তাই আমাদের কাছে দাবি রাখতে পারেন। অর্থাৎ তিনি উম্মতের জন্য বড় ভাইয়ের সমান। আপনারা কী তা বলেন? আপনাদের কেউ কী তাঁর রচিত কোন পুস্তিকায় এমন উক্তি করেছেন?

الجواب

ليس احدمنا ولا من اسلافنا الكرام معتقد ابهذا للبتة ولا نظن شخصا من ضعفاء الايمان ايضايتفوه بمثل هذه الخرافات ومن يقل ان النبى عليه السلام ليس له فضل علينا الا كما يفضل الاخ الاكبر على الا ضعر فنعتقد فى حقه انه خارج عن دائرة الا يمان وقد صرحت تصانيف جميع الاكابر من اسلافنا بخلاف ذلك وقد بينوا وصرحوا وحرروا وجوه فضائله واحساناته عليه السلام علينا معشر الامة بوجوه عديدة بحيث لا يمكن اثبات مثل بعض تلك الوجوه لشخص من الخلائق فضلا عن جملتها وان افترى احد بمثل هذه الخرافات الواهية علينا اوعلى اسلافنا فلا اصل له ولاينبغى ان يلتفت اليه اصلا فان كونه عليه السلام افضل البشر قاطبة واشرف الخلق كافة وسيادته عليه السلام على المرسلين جميعا وامامته النبيين من الا مور القطعية التى لا يمكن لا دنى مسلم ان يتر دد فيه اصلا ومع هذا ان نسب الينا احد من امثال هذه

الخر افات فليبين محله من تصانيفنا حتى نرظاهرا على كل منصف فهيم جهالته وسوء فهمه مع الحاده وسوء تدينه بحوله تعالى وقوته القوية–

জবাব : না কখনো না। আমাদের অথবা আমাদের পূর্বসূরীদের কেউ এমন বিশ্বাস ও আকীদা পোষন করেন না। আমাদের কোন দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিও এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির অবতারণা বা কল্পনাও করতে পারে না।

কেউ যদি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাগত দিক দিয়ে তার বড় ভাইয়ের সমপর্যায়ের মনে করে বা বলে থাকে। তবে আমরা বলব সে মুমিন নয়। আমাদের সকল পূর্বসূরীগণ তাদের রচনাবলীতে এমন উদ্ভট আকীদা ও বিশ্বাসের বিপরীতে বলিষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইহসানসমূহ ও ফজিলতের কারণসমূহ উম্মাতের ওপর খুবই সুস্পষ্টভাবে লিখিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন যে, সবগুণ বা মর্যাদা কেন তার ক্ষিয়দাংশ ও কোন সৃষ্টির মাঝে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয় এবং এর প্রমাণও নেই।

কেউ যদি আমরা বা আমাদের পূর্বসূরীদের ওপর এমন উদ্ভট অপবাদ আরোপ করে থাকে তবে আমরা বলব এর কোন ভিত্তি নেই। এমন অপবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ও সমীচিন মনে করিনা। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত সকল নবী রাসূলের সরদার ও ইমাম হওয়া এমনি অকাট্য বিষয় যার প্রতি সামান্যতম দ্বিধা বা সংশয় পোষণ করার কোন-ই অবকাশ নেই। এরপরও যদি কেউ এমন উদ্ভট অপবাদের আমাদের সাথে সম্পৃক্ত করে তবে আমরা বলব আমাদের রচনাবলীর কোথায় কিভাবে তার উল্লেখ রয়েছে তা প্রমাণসহ পেশ করা হোক। তবে আমরা তার অজ্ঞতা জ্ঞানের স্বল্পতা ও বদদীনীর বিষয়টি প্রকাশ্য ভাবে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

السوال الثامن عشر

هل تقولون ان علم النبى عليه السلام مقتصر على الا حكام الشرعية فقط ام اعطى علوما متعلقه بالذات والصفات والافعال للبارى عزاسمه والاسرار الخفية والحكم الالهية وغير ذلك مما لم يصل الى سرادقات علمه احد من الخلائق كائنامن كان؟

অষ্টাদশ জিজ্ঞাসা

আপনারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমকে শরঈ হুকুম আহকামের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ মনে করে না তাকে আল্লাহ তায়ালার যাত, ছিফাত, ক্রিয়া কর্ম, গোপন ভেদ সমূহ ও আল্লাহর হেকমত সমূহ ইত্যাদি বিষয়ে ইলম দান করা হয়েছে বলে মনে করেন। যে স্থরে সৃষ্ট জগতের কেউ কোনদিন পৌছতে পারেনি এবং পারবেওনা কখনো।

الجواب

نقول باللسان ونعتقد بالجنان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق قاطبة بالعلوم المتعلقة بالذات والصفات والتشريعات من الا حكام العملية والحكم النظرية والحقائق الحقة والاسرار الخفية وغيرها من العلوم مالم يصل الى سرادقات ساحته احد من الخلائق لا ملك مقرب ولانبى مرسل ولقد اعطى علم الاولين

والاخرين وكان فضل الله عليه عظيما ولكن لا يلزم من ذلك علم كل جزئى جزئى من الامور الحادثة فى كل ان من اوانه الزمان حتى يضر غيبوبة بعضها عن مشاهدته الشريفة معرفته المنيفة باعلميته عليه السلام ووسعته فى العلوم وفضله فى المعارف على كافة الانام وان اطلع عليها بعض من سواه من الخلائق والعباد كما لم يضربأعلمية سليمان عليه السلام غيبوبة ما اطلع عليه الهدهد من عجائب الحوادث حيث يقول فى القرأن: "قال انى احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأبنبا يقين"

উত্তর :

আমরা বচনে যেমন স্বীকার করি তেমনি অন্তরেও বিশ্বাস করি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীয়তের আহকামী ইলমসহ আল্লাহর সত্তা ও গুনাবলী, আহকামে আমলী, হেকমতে এলাহী, সকল গোপন ভেদ- তথ্যাবলী, ইত্যাদিসহ সকল ক্ষেত্রে এমন ইলম প্রদান করা হয়েছে। এ গোপন ভেদের সাথে তাঁর এমন গভীর সম্পৃক্ততা যে, সৃষ্ট জগতে কারও এ স্থরেউপনিত হওয়া বা এমন নিকটবর্তী হওয়ারও কোন অবকাশ নেই।

কোন মুকররব ফেরেশতা, অথবা কোন নবী রাসূলও সে অবস্থানে নেই। নি:সন্দেহে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকল ইলম প্রদান করা হয়েছে। এতে অবশ্যই এ প্রমাণিত হয় না যে, তিনি যুগের সবকটি মুহুর্তের ঘটনাবলী ও জুযইয়্যাতের সম্পর্কে তিনি অবগত।

কোন বিষয় তার মুশাহাদা বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গায়েব থেকে গেলেও তার ইলমের প্রশস্ততা ও সৃষ্টির সেরা হতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যেমন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিকট ঐ আশ্চর্যজনক ঘটনা গোপন রয়ে গিয়েছিল, যা হুদহুদ জানতে পেরেছিল। এতে সুলাইমান আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্বে বা ইলমের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংকীর্ণতার প্রমাণ করেনা। হুদহুদ সাবা শহর থেকে এমন সত্য একটি খবর নিয়ে এসেছিল যার অবগতি সুলাইমান আলাইহিস সালামের ছিল না।

السوال التاسع عشر

اترون ان ابليس اللعين اعلم من سيد الكائنات عليه السلام واوسع علما منه مطلقا وهل كتبتم ذلك فى تصنيف ما تحكمون على من اعتقد ذلك—

উনবিংশ জিজ্ঞাসা

চির অভিশপ্ত শয়তানের ইলম নবী করীম সাল্লামের চেয়ে অধিক প্রশস্ত বলে আপনারা কী মনে করেন? আপনাদের কোন না কোন পুস্তিকায় বুঝি এমন কোন উক্তির উল্লেখ রয়েছে? এমন আকীদা পোষনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনাদের রায় কী?

الجواب

قد سبق منا تحرير هذه المسئلة ان النبى عليه السلام اعلم الخلق على الاطلاق با لعلوم والحكم والاسرار وغير ها من ملكوت الافاق ونتيقن ان من قال ان فلانا اعلم من النبى عليه السلام فقد كفر وقد افتى مشائخنا بتكفير من قال ان ابليس

اللعين اعلم من النبى عليه السلام فكيف يمكن ان توجد هذه المسئلة فى تاليف ما من كتبنا غير انه غيبوبة بعض الحوادث الجزئية الحقيرة عن النبى عليه السلام لعدم التفاتة اليه لاتورث نقصا ما فى اعلميته عليه لسلام بعدما ثبت انه اعلم الخلق بالعلوم الشريفة اللآئقة بمنصبه الاعلى كما لا يورث الاطلاع على اكثر تلك الحو ادث الحقيرة لشدة التفات ابليس اليها شرفا و كمالا علميا فيه فانه ليس عليها مدار الفض والكمال ومن ههنالا يصح ان يقال ان ابليس اعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يصح ان يقال لصبى علم بعض الحزئيات انه اعلم من عالم متبحر محقق فى العلوم والفنون الذى غابت عنه تلك الجزئيات ولقد تلونا عليك قصة الهد هد مع سليمان على نبينا وعليه السلام وقوله انى احطت بما لم تحط به ودواوين الحديث ودفاتر التفاسير مشحونة بتظائرها المتكاثرة المشتهرة بين الانام وقد اتفق الحكماء على ان افلاطون وجالينوس وامثالهما من اعلم

الاطباء بكيفيات الادوية واحوالها مع علمهم ان ديدان النجاسة اعرف باحوال النجاسة و ذوقها وكيفياتها فلم تضر عدم معرفة افلاطون وجالينوس هذه الاحوال الردية فى اعلميتهما ولم يرض احد من العقلاء والحمقى بان يقول ان الديدان اعلم من افلاطون مع انها اوسع علما من افللاطون باحوال النجاسة ومبتدعة ديارنا يثبتون للذات الشريفة النبية عليها الف الف تحية وسلام جميع علوم الاسافل الارازل والافاضل الاكابر قائلين انه عليه السلام لما كان افضل الخلق كافة فلابدان يحتوى على علومهم جميعها كل جزئى حزئى وكلى كلى ونحن انكرنا اثبات هذا الامر بهذا القياس الفاسدة بغير نص من النصوض المعتمدة بها الاترى ان كل مؤمن افضل واشرف من ابليس فيلزم على هذا القياس ان يكون كل شخص من احاد الامة حاويا على علوم ابليس ويلزم على ذلك ان يكون سليمان على نبينا وعليه السلام عالما بما علمه الهد هد وان يكون افلاطون وجالينوس عارفين بجميع

معارف الديدان واللوازم باطلة باسرها كما هو المشاهدو هذا خلاصة ما قلناه فى البراهين القاطعة لعروق الاغبياء المارقين لقاصمة لاعناق الدجالة المفترين فلم يكن بحثنا فيه الا عن بعض الجزئيات المستحدثة ومن اجل ذلك أتينا فيه بلفظ الاشارة حتى تدل ان المقصود بالنفى و الاثبات هنالك تلك الجزئيات لا غير لكن المفسدين يحرفون الكلام ولا يخافون محاسبة الملك العلام وانا جاز مون ان من قال ان فلانا اعلم من النبى عليه السلام فهو كافر كم صرح به غير واحد من علمائنا الكرام ومن افترى علينا بغير ما ذكرناه فعليه بالبرهان خائفا عن مناقشة الملك الديان والله على ما نقول وكيل

—

উত্তর : এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন নি:র্শতভাবে সৃষ্টিকূলের সেরা জ্ঞানী ও আলেম। চাই তা শরঈ বা গোপন ভেদের হোক।

আমাদের বিশ্বাস যে, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক জ্ঞানী তবে এমন কথার কথক নি:সন্দেহে কাফির। আমাদের পূর্বসূরীগণ এমন ব্যক্তির কুফর ব্যাপারে আগেই ফতওয়া দিয়েছেন।

শয়তান আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমাদের রচনাবলীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর হ্যাঁ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন জুযই আংশিক বিষয় তার না জানা মানে ঐ বিষয়ের প্রতি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়াল না হওয়া। খেয়াল না হওয়া বা না করার কারণে তার অধিক জ্ঞানী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনা। যেহেতু তিনি সৃষ্টি কূলের সেরা জ্ঞানী। অভিশপ্ত শয়তানের সার্বিক মনোনিবেশই হল নিকৃষ্টতম কার্যাবলীর প্রতি যে কারণে ঐ নিকৃষ্টতম বিষয়াবলী তাঁর মনে উদয় হওয়াটা স্বাভাবিক। এতে তার সম্মানের হানীই বৃদ্ধি পায়। তাতে তার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় না। কেননা পরিপূর্ণতার মাপকাটিতো তা নয়। তাই বলে অভিশপ্ত শয়তান জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ তা বলা কখনো সঠিক নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি শিশুর কাছে বা মনে কোন ছোট বিষয় উদয় হয়ে গেলে তাকে কোন বড় আলেমের চেয়ে জ্ঞানে পরিপূর্ণ তা বলা যাবেনা। কেননা কেবল ঐ ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি বড় আলেম খেয়ালই করেন নি।

হুদ হুদ ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা আমরা পূর্ববৎ প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি। এবং এ আয়াতে করীমা ও উল্লেখ করেছি যে, আমি যা বুঝতে পেরেছি তার প্রতি আপনি খেয়াল করেননি।

হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী, তাফসীরের কেতাবসমূহে এমন অসংখ্য ঘটনা বিবৃত রয়েছে। বিশ্বের জ্ঞানী-গুনীরা সকলেই একমত যে, প্লাটো ও জলীনুছ গং ব্যক্তিবর্গ বড় ডাক্তার। ঔষধাবলীর পরিচয় ও অবস্থা সর্ম্পকে রয়েছে তাদের অসাধারণ জ্ঞান। মূলত কোন নাজাসতের পতঙ্গ এ নাজাসতের অস্থি মজ্জা স্বাদ সম্পর্কে অবশ্যই অধিক জ্ঞাত। আবার প্লাটো বা জালিনুসের জন্য নাজাসত সম্পর্কীয় এ জ্ঞান সম্পর্কে অনবগতি তাদের জ্ঞানের বিশালতায় অবশ্যই কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারেনা। কোন বুদ্ধিমান কেন নির্বোধ ব্যক্তিও এমন কথায় একমত হতে পারে না।

আমাদের হিন্দুস্তানের বেদআতীগণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালমন্দ সকল ক্ষেত্রে অধিক সম্পৃক্ত করে সকল বিষয়ের অধিক জ্ঞানী মনে করে। আর বলে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টিকূলের সেরা যেহেতু সেহেতু জ্ঞানেও সকল শাখায় হোক তা ভালা মন্দ অথবা কুল্লি বা জুযই (মৌলিক বা প্রশাখাগত) সবক্ষেত্রেই তিনি অধিক জ্ঞানী। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত বিষয়াবলী আমরা অস্বীকার করি। একটু লক্ষ করুন,

প্রত্যেক মুসলমানই শয়তানের চেয়ে সেরা তাই বলে কী বলা যায় যে, শয়তানের সকল শয়তানী জ্ঞান সম্পর্কে ও সকল মুসলমান অধিক জানে বা অধিক জ্ঞানী। মোটেই না। আবার এমন যদি হয় তবে, সুলাইমান নবীর ক্ষেত্রে বৈষয়িক ভাবে হুদহুদের জ্ঞান, নজিসের পতঙ্গের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্লাটো বা জালিনুস এর জ্ঞান তো তাদের অধিক ইলম জ্ঞানের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে নিশ্চয়। এ হল আমাদের কথার সার সংক্ষেপ যা বারাহিনে কাতেয়া শীর্ষক পুস্তিকায় আমরা বিস্তর উল্লেখ করেছি। এতে নিমমুল্লা ও হাতুড়ে ডাক্তারগণ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। কেননা তারা বদদীন। ধর্মে ও শরীয়তে তারা বেদআতের সয়লাব ঘটাতে চায়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সামগ্রিক বা সমষ্টিগত (কুল্লি ছিলনা) বরং তা ছিল শাখাগত একটি অংশে বা জুজইয়াতে। ঐ ইঙ্গিতবাহী শব্দও আমরা লিখেছিলাম যাতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ হ্যাঁ বা না কেবল জুযঈয়্যাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অধিকন্তু ঐ ধুরন্ধরগণ কথায় অতিরঞ্জন করেছে। সে পরকালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছেনা।

আমাদের পাকাপোক্ত আকীদা হল, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে সৃষ্টিকূলে অধিক জ্ঞানী কেউ রয়েছে এমন যে বলবে সে কাফের এ বিশেষণ আমাদের একজন আলেম নয় বরং অনেকেই করেছেন। যে আমাদের কথা আক্বীদার পরিপন্থী কোন বিষয় আমাদের ওপর আরোপ কুরার চেষ্টা করে আমরা তাকে শুধু বলব, সে যেন, হাসরের দিনের হিসাব নিকাশ স্মরণ করে এবং প্রমাণ দেয়। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদের রক্ষা করবেন।

السوال العشرون

أتعتقدون ان علم النبى صلى الله عليه وسلم يساوى علم زيد وبكر وبهائم ام تتبرؤن عن امثال هذا وهل كتب الشيخ اشرف على التهانوى فى رسالته حفظ الايمان هذا لمضمون ام لا؟ وبم تحكمون على من اعتقد ذلك؟

বিংশ জিজ্ঞাসা

আপনারা কি এ আকীদা পোষণ করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইল্‌ম যায়েদ বকর ও চতুষ্পদ জন্তুর মত। আপনারা কী এমন কোন উদাহরণে ইঙ্গিত করেছেন, শায়খ আশরাফ আলী থানবী তার 'হিফজুল ঈমান' শীর্ষক পুস্তিকায় এমন কোন আলোচনার অবতারণা করেছেন কী? যে এমন আকীদা পোষণ করে তার ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী?

الجواب

اقول وهذا ايضا من افتراء ات المبتدعين واكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام واظهروا بحقدهم خلاف مراد الشيخ مدظله فقاتلهم الله انى يوفكون قال الشيخ العلامة التهانوى فى رسالته المسماة بحفظ الايمان وهى رسالة صغيرة اجاب فيها عن ثلاثة سئل عنها' الاولى منهافى السجدة التعظيمية للقبور والثانية فى الطواف بالقبور والثالثة فى اطلاق لفظ عالم الغيب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ ما حاصله: انه لا يجوز هذا الاطلاق وان كان بتاويل لكونه موهما بالشرك كما منع من اطلاق قولهم راعنا فى القرأن ومن قولهم عبدى وامتى فى الحديث اخرجه مسلم فى صحيحه فان الغيب المطلق فى الاطلاقات الشرعية ما لم يقم عليه

دليل ولا الى دركه وسيلة و سبيل فعلى هذا قال الله تعالى قل لايعلم من فى السموت والارض الغيب الا الله ولوكنت اعلم الغيب وغير ذلك من الآيات و لوجوز ذلك بتاويل يلزم ان يجوز اطلاق الخالق والرازق والمالك والمعبودو غير ها من صفات الله تعالى المختصة بذاته تعالى وتقدس على المخلوق بذلك التاويل وايضا يلزم عليه ان يصح نفى اطلاق لفظ عالم الغيب عن الله تعالى بالتاويل الآخرفانه تعالى ليس عالم الغيب بالواسطه والعرض فهل ياذن فى نفيه عاقل متدين حاشا وكلاثم لوصح هذا الاطلاق على ذاته المقدسة صلى الله عليه وسلم على قول السائل فنستفسر منه ماذا ارادبهذا الغيب هل اراد كل واحد من افراد الغيب او بعضه اى بعض كان فان اراد بعض الغيوب فلا اختصاص له بحضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم فان علم بعض الغيوب وان كان قليلا حاصل يد وعمر وبل لكل صبى ومجنون بل لجميع الحيوانات والبهائم لان كل واحد منهم يعلم شيئالا يعلم

الآخر ويخفى عليه فلو جوز السائل اطلاق عالم الغيب على احد لعلمه بعض الغيوب يلزم عليه ان يجوز اطلاقه على سائر المذكورات ولو الترم ذلك لم يبق من كمالات النبوة لانه يشرك فيه سائرهم ولولم يلتزم طولب بالفارق ولن يجد اليه سبيلا انتهى كلام الشيخ التهانوى فانظروا يرحمكم الله فى كلام الشيخ لن تجدوا مما كذب المبتدعون من اثر فحاشا ان يدعى احد من المسلمين المساواة بين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم زيد وبكر بل الشيخ يحكم بطريق الالزام على من يدعى جواز اطلاق علم الغيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بعض الغيوب انه يلزم عليه ان يجوز اطلاقه على جميع الناس والبهائم فاين هذا عن مساواة العلم التى يفترونها عليه فلعنة الله على الكاذبين ونتيقن بان معتقد مساواة علم النبى عليه السلام مع زيدوبكر وبهائم و مجانين كافر قطعا وحاشا الشيخ دام مجده ان يتفوه بهذا و انه لمن عجب العجائب-

উত্তর : আমি বলব, এটা বেদআতীদের আরোপিত আমাদের প্রতি একটা অপবাদ এবং মিথ্যা রটনার একটি প্রমাণ। তার কথার অর্থ বিকৃত করে শায়খ (রাহ.) এর প্রতি তাদের বিদ্বেষেরই বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে মাত্র। তারা যেথায় থাক আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন।

শায়খ থানবী রহ.তার রচিত 'হিফজুল ঈমান' শীর্ষক ছোট পুস্তিকায় তিনটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রথম প্রশ্ন ছিল, কবর কে উদ্দেশ্য করে সম্মান জনক সিজদার বিষয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কোন কবর তাওয়াফ করা যায় কী না? তৃতীয় প্রশ্ন ছিল; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি 'আলেমুল গায়ব' শব্দগুলি উচ্চারণ করা যায় কী না?

মাও: সাহেব তদুত্তরে যা কিছু লেখেছেন, তার সার সংক্ষেপ হল, না, এমন সব কিছুই যায়েজ কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশেষণের মাধ্যমে হলেও তা জায়েয হবে না। কারণ, এতে শিরকের সন্দেহকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

যেমন সাহাবায়ে কেরামকে راعنا (রাইনা) শব্দ উচ্চারণে নিষেধ করা হয়েছিল। মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত আছে নিজের দাস ও দাসীকে عبدى وامتى। (আবদী-আমাতি) বলে আহ্বান করা যাবে না।

মূল কথা হল, শরীয়তের পরিভাষায় গায়ব বলতে বুঝায়, যার কোন প্রমাণ থাকবেনা, যা অর্জনের কোন মাধ্যম বা পন্থাও থাকবেনা। এরই উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 'বলে দিন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনের আর কেউ 'গায়ব' জানেনা। অন্য 'যদি আমি গায়ব জানতাম.... ইত্যাদি।

ভিন্ন ব্যাখ্যায় যদি কেউ 'আলিমুল গায়ব' আখ্যা দেয়া জায়েয বুঝে নেয় তবে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, উপাস্য, অধিকারীসহ অন্যান্য যে সকল গুণাবলী আল্লাহর জন্য খাছ বা নির্ধারিত একই ব্যাখ্যায় মাখলুক বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসব আখ্যা বৈধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, যেহেতু 'আলেমুল গাইব' নামটি আল্লাহর ক্ষেত্রে আখ্যা প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত সেহেতু অন্যের ক্ষেত্রে এ আখ্যা বা নাম ব্যবহারের অনুমতি কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দিতে পারেনা। না কখনো না।

কেউ যদি বলে, এ নামে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আখ্যায়িত করা যায়। তবে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করব, সে এই গাইব দ্বারা তারা কি বুঝাতে চায়? সে কি এই গায়েব দ্বারা গায়বের সব কিছু না ক্ষিয়দাংশ

বলতে চায়। যদি ক্ষিয়দাংস বুঝাতে চায় তবে আমরা বলব এতে তো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাদা কোন বৈশিষ্টের পরিচয় বহন করে না । কেননা, গাইবের কিছু অংশ যদি একেবারে সামান্যতম হয় তবে এ ধরনের সামান্য গাইবের জ্ঞান যায়েদ উমর এমনকি ছোট শিশু বা পাগল আরও এগিয়ে বলব সকল জীবজন্তুরও থাকাটা স্বাভাবিক। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন না কোন বিষয়ে এমন কিছু বিশেষ জ্ঞান থাকে যা অন্যের কাছে নেই। তাই যদি প্রশ্নকারীর উত্তরে আলেমুল গাইব আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে আখ্যা দেয়া জায়েয বলে থাকে তবে এই শব্দাবলীর ব্যবহার উল্লেখিত সকল জীব জন্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে যাবে। যদি তা মেনে নেয়া হয় তবে এ আখ্যায় নবুওতের পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট থাকবেনা কারণ এতে তো অন্যদের অংশীদারিত্ব রয়ে গেল। যদি তা মেনে নাও নেয়া যায় তবে তার ওপর এতদুভয়ের ফারাক বিধানের দায়িত্ব থেকেই গেল। বিষয়টির তো কোন সুস্পষ্ট সদুত্তর পাওয়াই যায় না। মাওলানা থানবীর কথা এখানেই সমাপ্ত। আশা করব আপনারা বিষয়টি একটু গভীর মনযোগ সহকারে পর্যালোচনা করবেন। আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি রহম করুন। বিদআতীদের মিথ্যা অপবাদের কোন বাস্তবতা আপনারা খুঁজে পাবেন না।

কোন মুসলমান কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমকে করীম রহীম বা চতুষ্পদী জীবজন্তুর ইলমের সমান তা কল্পনাও করতে পারে না। এ নীতির ওপর নির্ভর করে মাওঃ থানবী বলেছেন গাইবের কিছু জানার কারণে যদি নবীপাককে 'আলেমুল গায়ব' বলা হয় তবে সকলের ক্ষেত্রে এ আখ্যা প্রযোজ্য হয়ে যাবে। তাই বলি, মাওঃ থানবীর দৃষ্টি ভঙ্গি কোথায় আর বেদআতীদের অবস্থান কোথায়? আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস করুন। যারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমকে সাধারণের জ্ঞান বা চতুষ্পদী জন্তুর মত, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের আর মাওঃ থানবী এমন কথা লিখবেন বা বলবেন যা এমনই উদ্ভট তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

السوال الواحد والعشرون

اتقولون ان ذكـــرولا دتـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم مستقبح شرعا مـــن البـــدعات الـــسيئة المحرمـــة ام غير ذلك

একবিংশ জিজ্ঞাসা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভ জন্ম আলোচনা বা মীলাদ শরীফ পাঠকে আপনারা বিদআতে সাইয়িআ মুহাররামাহ (মন্দ বিদআত যা হারাম) হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন কী না?

الجواب

حاشا ان يقول احد من المـــسلمين فـــضلا ان تقـــول نحن ان ذكرولادته الشريفة عليه الـــصلوة والـــسلام بل وذكر غبار نعاله وبول حماره صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــستقبح مـــن البـــدعات الـــسيئة المحرمـــة فالاحوال التى لها ادنى تعلـــق برســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم ذكرهـــا مـــن احـــب المنـــدوبات و اعلى المستحبت عندنا ســـواء كـــان ذكـــر ولادتـــه الشرفة او ذكر بولـــه وبـــرازه وقيامـــه وقعـــوده و نومه ونبهته كما هو مصرح فى رســـالتنا المـــسماة با البراهين القاقطعة فى مـــو اضـــع شـــتى منهـــا و فى فتاوى مـــشائخنا رحمهـــم الله تعـــالى كمـــا فـــى فتوى مولانا احمـــد علـــى المحـــدث الـــسهارنفورى

تلميذ الشاه محمد اسحق الدهلوى ثم المهاجر المكى ننقله مترجما لتكون نمونة عن الجميع سئل هو ر حمه الله تعالى عن مجلس الميلادباى طريق يجوزو باى طريق لايجوز فاجاب بان ذكر الولادة الشريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات صحيحة فى اوقات خالية عن وظائف العبادات الواجبات وبكيفيات لم تكن مخالفة عن طريقة الصحابة واهل القرون الثلاثة المشهود لهابالخير وبالاعتقادات التى موهمة بالشرك والبدعة وبالاداب التى لم تكن مخالفة عن سيرة الصحابة التى هى مصداق قوله عليه السلام ما انا عليه واصحابى وفى مجالس خالية عن المنكرات الشرعية موجب للخير والبركة بشرط ان يكون مقرونا بصدق النية و الاخلاص واعتقاد كونه داخلا فى جملة الاذكار الحسنة المندوبة غير مقيدبوقت من الاوقات فاذا كان كذلك لا نعلم احدا من المسلمين ان يحكم عليه بكونه غير مشروع اوبدعة الى أخر الفتوى فعلم من هذا انا لا ننكر ذكرولا دته الشريفة بل

ننكرعلى الامور المنكرة التى انضمت معها كما شاهد تموها فى المجالس المولو دية التى فى الهند من ذكر الرو ايات الواهيات الموضوعة واختلاط الرجال والنساء والاسر اف فى ايقاد الشموع والتزيينات و اعتقاد كونه واجبا با لطعن والسب و التكفير على من لم يحضر معهم مجلسهم وغير ها من المنكرات الشرعية التى لا يكاد يوجد خاليا منها فلو خلا من المنكرات حاشا ان نقول ان ذكر الولادة الشريفة منكرو بدعة وكيف يظن بمسلم هذا القول الشنيع فهذا القول علينا ايضا من افتراء ات الملاحدة الدجالين الكذابين خذلهم الله تعالى ولعنهم براوبحراسهلاو جبلا-

উত্তর : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক বেলাদতের আলোচনা বা মীলাদ শরীফ পাঠ এমন কী তাঁর পাদুকা সংশ্লিষ্ট ধূলি অথবা তাঁর বাহন গাধাটির প্রশ্রাব-পায়খানা মুবারক আলোচনাকে আমরা কেন কোন সাধারণ মুসলমান বেদআতে মুহররমা বা হারাম বলতে পারেনা । না তা আমরা কখনো বলিনি বলিওনা।

ঐ সব অবস্থা যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রয়েছে তার আলোচনা আমাদের মতে অধিকতর পছন্দনিয় ও উন্নতমানের মুস্তাহাব । হোক তা তার পেশাব পায়খানা, তাঁর দাঁড়ানো বা বৈঠক, স্বপন অথবা জাগরণ যা কিছুই হোক তার সবকিছুই

আমাদের কাছে নিতান্ত উন্নতমানের মুস্তাহাব কাজ বলে পরিগণিত। এসবের বিস্ত র বর্ণনা আমাদের রচিত 'বারাহিনে কাতেআ' শীর্ষক গ্রন্থের সর্বত্রই আলোচিত হয়েছে। যেমন আমাদের পূর্বসূরীগণ তাদের ফাতওয়ায় যেমন মাওলানা সাহারানপুরী যিনি শাহ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলভী এর শিষ্য এবং ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.)-এর শিষ্য আহমদ আলী সাহারানপুরী ফতওয়া আমরা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি। যা আমাদের সকল লেখনীর মডেল বলে মনে করি।

মাওলানা সাহেবকে কেউ না কি প্রশ্ন করেছিল? মীলাদ শরীফের মাহফিল কোন রূপরেখায় জায়েয? তদুত্তরে তিনি লিখেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ মাহফিল যদি ফরজ ওয়াজিব ইবাদতের সময় ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত সমূহের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামসহ কুরুনে সালাসা বা উত্তম তিন যুগের বিপরীতমুখী বা পরিপন্থী না হয় (যে যুগ উত্তম যুগ হিসেবে অভিহিত) সে যুগ সমূহ কুরূনে সালাসা বলে অভিহিত শিরকের সাথে সম্পর্কিত কোন আকীদা সংশ্লিষ্ট না হয়, সাহাবায়ে কিরামের আদাব বা শিষ্টাচার পরিপন্থী না হয়, তবে তা মুস্তাহাব হওয়া ব্যতিরেকে অন্যতা হবার কোন অবকাশ নেই। কেননা তারাইতো মাপকাটি বা মেছদাক? কেননা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তাই সঠিক যার ওপর আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছে। আবারও পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলব, বিশুদ্ধ নিয়্যাত ও আক্বীদায় শরীয়ত নিষিদ্ধ কার্যাবলী ব্যতীত যে মাহফিলে মীলাদ শরীফসহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কোন অবস্থা ও কার্যাবলীর যে কোন আলোচনা যদি শর্তমুক্ত সময়ে আলোচিত হয়ে এমন কাজের বিরোধিতা আমরা করি না বরং শরীয়ত বিরোধী এমন কাজ যদি কোন মাহফিলে করা হয় আমরা শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীরই বিরোধিতা করে থাকি। যেমন আমরা নিজেরাই দেখেছি হিন্দুস্থানের মীলাদ মাহফিলসমূহে উদ্ভট ও মওযু বর্ণনাসমূহের আলোচনা করা হয়। নারী পুরুষের সমবিহার থাকে। আলোক সজ্জা করা হয় এবং অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিকতারও অপচয় করা হয় এবং এমন মাহফিল করা ওয়াজিব মনে করা হয় তারই সাথে যারা এমন মাহফিলে উপস্থিত হয় না তাদেরে গালাগালি এমন কি কাফের বলে আখ্যা দেয়া হয়। এছাড়াও আরও অনেক উদ্ভট বিষয়াবলীর সমাহার থাকে।

মীলাদ শরীফের মাহফিল যদি এমন কার্যাবলী ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় তবে কেন আমরা নাজায়েয বা বিদআত বলব? এমন মন্দ কথা তো কোন মুসলমানর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এটা আমাদের প্রতি বিদ্বেষীদের একটা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। আল্লাহ ওদের জলে স্থলে সর্বত্র ধ্বংস করুন।

السوال الثانى والعشرون

هل ذكرتم فى رسالة ما ان ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم كجنم استمى كنيها ام لا؟

দ্বাবিংশ জিজ্ঞাসা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ শরীফের মাহফিল বা তাঁর শুভ জন্মের মুবারক আলোচনাকে হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মত বলে আপনারা কী আপনাদের কোন রচনায় উল্লেখ করেছেন?

الجواب

هذا ايضا من افتراء ات الدجالة المبتد عين علينا و على اكابرنا وقدبينا سابقا ان ذكره عليه السلام من احسن المندوبات و افضل المستحبات فكيف يظن بمسلم ان يقول معاذ الله ان ذكرا الولادة الشريفة مشابه بفعل الكفار وانما اختر عوا هذه الفرية عن عبارة مولانا الكنكوهى قدس الله سره العزيز التى نقلنا هافى البراهين على صفحة ١٤١' و حاشا الشيخ ان يتكلم ومراده بعيد بمراحل عما نسبو اليه كماسيظهر عن ما نذكره

ان من نسب اليه ما ذكروه كذاب مفترو حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فى مبحث القيام عند ذكر الولادة الشريفة ان من اعتقد قدوم روحه الشر يفة من عالم الارواح الى عام الشهادة و تيقن بنفس الولادة المنيفة فى المجلس المولودية فعامل ما كان واجبا فى الساعة الولادة الماضية الحقيقية فهو مخطئى متشبه با لمجوس فى اعتقادهم تولد معبودهم المعروف (بكنهيا) كل سنة ومعاملتهم فى ذلك اليوم منا عومل به وقت ولادة الحقيقة او متشبه بروافض الهند فى معاملتهم بسيدنا الحسين و اتباعه من شهداء كربلا رضى الله عنهم اجمعين حيث ياتون بحكاية جميع ما فعل معهم فى كربلاء يوم عاشوراء قولا وفعلافيبنون النعش والكفن والقبورويدفنون فيها ويظهرون اعلام الحرب والقتال ويصبغون الثياب بالدماء وينو حون عليها و امثال ذلك من الخر افات كما لا يخفى على من شاهد احو الهم فى هذه الديار ونص عبارته المتعربة هكذا واما توجيهه (اى القيام)

بقدوم روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم من عالم الارواح الى عالم الشهادة فيقومون تعظيماله فهذا ايضا من حماقاتهم لان هذا الوجه يقتضى القيام عند تحقق نفس الولادة الشريفة ومتى تتكرر الولادة فى هذه الايام فهذه الاعادة للولادة الشريفة مماثلة بفعل مجوس الهند حيث ياتون بعين حكاية ولا دة معبودهم (كنهيا) او مماثلة للرو افض الذين ينقلون شهادة اهل البيت رضى الله عنهم كل سنة (اىفعلا وعملا) فمعاذ الله ما فعلهم هذا حكاية للولادة المنيفة الحقيقة و هذه الحركة بلاشك وشبهة حرية باللوم والحرمة والفسق بل فعلهم هذا يزيد على فعل اولئك فانهم يفعلونه فى كل عام مرة واحدة وهؤلاء يفعلون هذه المزخرفات الفرضية متى شاء واولىس لهذا نظير فى الشرع بان يفرض امريعامل معه معاملة الحقيقة بل هو محرم شرعا أه فانظروا يا اولى الالباب ان حضرة الشيخ قدس الله سره العزيز انما انكر على جهلاء الهند المعتقدين منهم هذه العقيدة الكاسدة الذين يقومون لمثل هذه

الخيالات الفاسدة فليس فيه تشبيه لمجلس ذكر الولادة الشريفة بفعل المجوس والروافض حاشا اكابرنا ان يتفوهوا بمثل ذلك و لكن الظلمين على اهل الحق يفترون وبايات الله يجحدون-

উত্তর : বিদ্বেষী মহলের অপপ্রচারনা প্রসুত এও এক অপবাদ আমাদের ওপর আরোপিত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভ জন্মের মুবারক আলোচনা খুবই প্রিয় ও উঁচু মানের মুস্তাহাব একটি কার্য। এরপরও একজন মুসলানের পক্ষে এটা বলা কেমন করে সম্ভব যে মীলাদ শরীফের মাহফিল অনুষ্ঠান করা বিধর্মীদের অনুষ্ঠানের মত। আমাদের ধারণা, আমাদের ওপর এ অপবাদ মাওঃ গাংগুহীর ঐ উক্তির অতিরঞ্জন প্রসুত ফসল যা আমরা 'বারাহিনে কাতেআ' শীর্ষক গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। না কখনো মাওঃ গাংগুহী এমন উদ্ভট কথা বলেননি। তাঁর কথার মর্ম শতযোজন দূরে। যার বাস্তবতা আমাদের বর্ণনায় অচিরেই প্রকাশিত হবে এ অপপ্রচার কারীদের অপবাদ দুরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ। যারা তার এ কথাকে এভাবে বিকৃত করে উল্লেখ. করেছে তারা মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী নি:সন্দেহে।

মাওঃ গাংগুহী সাহেব, মীলাদ শরীফের মাহফিলে শুভজন্মের আলোচনার প্রাক্কালে কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সার সংক্ষেপ হল :

যারা নিম্নলিখিত আকীদা পোষণ করে মীলাদ মাহফিলে শুভজন্মের মোবারক আলোচনাকালে দাঁড়ায় বা কিয়াম করে তাদের বেলায় প্রযোজ্য অন্যতায় নয় : (ক) আলোচনাকালে রূহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মাজগত থেকে দুনিয়া আগমন করে এজন্য দাঁড়িয়ে সম্মান করা হয় বা কেয়াম করা হয়। (খ) অথবা মীলাদ মাহফিলের সময় এমন সব কাজ করা যা সত্যিকার জন্মের সময় করা হয়ে থাকে। এমন হলে তো অবশ্যই ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ ঐ ব্যক্তির কর্ম মজুসীদের সাথে সামঞ্জস্যবহ। (গ) মজুসী বা হিন্দুরা প্রতিবছরই তাদের খুনিরা বা শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণে বিশ্বাসী। এ কারণে তারা সত্যিকার জন্মের

সময়ে যেসব কার্যাবলী নবজাতকের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে এ অনুষ্ঠানে এর সব কিছুই করে থাকে। (ঘ) হিন্দুস্থানের রাফেজীগণ অশুরার দিন কারবালার শহীদগণ স্মরণে বাস্তব ঘটনা সাজিয়ে মূর্তি বানায়ে, কবর খুঁড়ে, দাফন করে, যুদ্ধ সাজিয়ে, কাপড় ছিঁড়ে, রক্ত ঝরিয়ে বিলাপ করে কার্যাবলী সম্পাদন করে এমন কাজ করে থাকে। সকল স্তরের মানুষই জানে এ উদ্ভট কার্যাবলীর কথা। তাই মাওঃ গাংগুহী সাহেব নিষিদ্ধ অবৈধ নাজায়েজ ঐসব কাজকে ও জন্মাষ্টমির সাথে তুলনা করেছেন। (এমন আকীদা না রেখে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা বা শুভ সংবাদের সম্মানে দাঁড়ানো বা কিয়াম করাকে তিনি নাজায়েজ বলেননি।)

মাওঃ গাংগুহী সাহেব তার উর্দু ভাষায় যা বলেছেন, তার (আরবী অনুবাদের) অর্থ হল : এ আলোচনার সময় আত্মাজগত থেকে নবীপাক লোক জগতে তশরীফ আনেন তাই উপস্থিত সকলে তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করেন তা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক কেননা তাতো সত্যিকারের জন্মসময়ে করা উচিত। কারণ জন্মতো একবারই হয়। পূনর্জন্মবাদ তো হিন্দুরাই বিশ্বাস করে। এমন করা তো তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যের সামিল। তারা তাদের শ্রীচৈতন্যের জন্মকে প্রতিবচরই সত্যিকার মেনে নিয়ে তা উদযাপন করে। এদেশের রাফিজিরাা আশুরার ঘটনা নিয়েও এমন সব কাজ করে থাকে। আল্লাহ মাফ করুন বেদআতীদের এসব কাজ নিশ্চয়ই হিন্দু বা রাফেজীদের কাজের নামান্তর। তা সত্যিই হারাম অবৈধ নিন্দনীয় ও ফিসক বা নিলর্জ্জ পাপাচার। বরং বেদআতীদের আচরণ রাফেজী বা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি নিন্দনীয় কেননা তারা প্রতি বছর একবারই এ অনুষ্ঠান করে। ফরয ভেঙ্গে এ অপচয়জনিত ক্রিয়াকর্ম করতে থাকে। শরীয়ত যার কোন অবস্থান নেই, যে কোন কাজকে শরীয়তের অবশ্য করণীয় ভেবে করা হবে। শরীয়তে এমন কাজ হারাম।

ওহে জ্ঞানীগণ! আপনারা গভীর ভাবে লক্ষ্য করুন! মাওঃ গাংগুহী সাহেব হিন্দুস্থানের জাহেলদের এসব কার্যাবলীকে অস্বীকার করেছেন যে, যারা উদ্ভট বিশ্বাসে মীলাদে কিয়াম করে। তাদেরই কার্যাবলী বা বিশ্বাস ঠিক নয়। এখানে কোনক্রমেই মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান বা কেয়াম করাকে রাফেজী বা হিন্দুদের

কার্যাবলীর সাথে তুলনা করা হয়নি। না কখনো আমাদের বুযুর্গ এমন কথা বলেননি বরং তার প্রতি বিদ্বেষীগ এ অপবাদই রটাচ্ছে। যা সত্যিই নিন্দনীয়।1

ত্রয়োবিংশ জিজ্ঞাসা

السوال الثالث والعشرون

هل قال الشيخ الاجل علامة الزمان المولوى رشيد احمد الكنكوهى بفعلية كذب البارى تعالى وعدم تضليل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات عليه وعلى التقدير الثانى كيف الجواب عما يقوله البريلوى انه يضع عنده تمثال فتوى الشيخ المرحوم بفوتو كراف المشتمل على ذلك –

শায়খ আল্লামা গাংগুহী কি বলেছেন, আল্লাহ মিথ্যা বলেন, এমন কথা যে বলবে যে পথ ভ্রষ্ট নয়। তা কি সত্য? না এটা তার প্রতি কোন অপবাদ? যদি তার প্রতি এটা অপবাদ হয়ে থাকে তবে গাংগুহীর এ ফতোয়া যা বেরলভীর কাছে আছে বলে দাবি করেছেন তার জবাব কী?

الجواب

الذى نسبوا الى الشيخ الاجل الاوحد الا بجل علامة زمانه فريد عصره و اونه مولنا رشيد

---

1 বাস্তবে এখানে মীলাদ শরীফ ও কিয়াম নিয়ে যেসব কথামালা জবাবদানকারী অবতারণা করেছেন তা গভীরভাবে লক্ষনীয়। তাতে দুটি বিষয় পরিস্কার ভাবে বলা যায় (১) কোন মীলাদ মাহফিলে এমন উদ্ভট আকীদা নিয়ে কেয়াম করা হয় না। (২) তিনি অবশ্যই মেনে নিয়েছেন যে, এমন উদ্ভট বিশ্বাস ছাড়া যদি কেউ মীলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করে তবে তা জায়েয। । অনুবাদক]

احمد كنكوهى من انه كان قائلا بفعلية الكذب من البارى تعالى شانه و عدم تضليل من تفوه بذلك فمكذوب عليه رحمه الله تعالى وهو من الاكاذيب التى افتر اها الدجالون الكذ ابون فقاتلهم الله ان يؤفكون وجنابه برئ من تلك الزندقة والالحاد و يكذبهم فتوى الشيخ قدس سره التى طبعت و شاعت فى المجلد الارل من فتاواه الموسومة بالفتاوى الرشيدية على صفحة ١١٩ منها وهى عربية مصححة مختومة بختام علماء مكة المكرة– وصورة سواله هكذا

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم ما قولكم دام فضلكم فى ان الله تعالى هل يتصف بصفة الكذب ام لا ومن يعتقد انه يكذب كيف حكم افتونا ما جورين–

الجواب

ان الله تعالى منزه من ان يتصف بصفة الكذب وليست فى كلامه شائبة الكذب ابدا كما قال الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا ومن يعتقدو يتفوه

بان الله تعالى يكذب فهو كافر ملعون قطعا ومخالف للكتاب والسنة واجماع الامة نعم اعتقاد اهل الايمان ان ما قال الله تعالى فى القرآن فى فرعون و هامان وابى لهب انهم جهنميون فهو حكم قطعى لا يفعل خلافه ابدا لكنه تعالى قادر على ان يدخل الجنة 'وليس' بعاجز عن ذلك و لايفعل هذا مع اختياره قال الله تعالى ولوشئنا لا تينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لا ملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين – فتبين من هذه الاية انه تعالى لو شاء لجعلهم كلهم مومنين ولكنه لا يخالف ما قال وكل ذلك بالاختيار لا بالا ضطرار وهو فاعل مختار فعال لما يريد هذه عقيدة جميع علماء الامة كما قال البضاوى تحت تفسير قوله تعالى ان تغفر لهم الخ وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتنا ع فيه لذاته والله [redacted] كتبه الاحقر رشيد احمد كنكوهى عفى عنه خلاصة تصحيح علماء مكة المكرمة زاد الله شرفها الحمد لمن هوبه حقيق منه استمد العون والتوفيق ما اجاب به

العلامة رشيد احمد المذكورهو الحق الذى لامحيص منه وصلى الله على خاتم النبيين وعلى اله وصحبه وسلم امربر قمه خادم الشريعة راجى اللطف الخفى محمد صالح ابن المرحوم صديق كمال الحنفى مفتى مكة المكرمة حالا كان الله لهما (محمد صالح ابن المرحوم صديق كمال) رقمه المرتجى من ربه كمال النيل محمد سعيد بن محمد بابصيل بمكة المحمية غفر الله له و لوالديه ولمشائخه وجميع المسلمين (محمد سعيد بن محمد بصيل)

الراجى العفو من واهب العطية محمد عابد بن المرحوم الشيخ حسين مفتى المالكية ببلد الله المحمية مصليا ومسلما هذا وما اجاب العلامة رشيد احمد فيه الكفاية و عليه المعمول بل هو الحق الذى لامحيص عنه رقمه الحقير خلف بن ابراهيم خادم افتاء الحنابلة بمكة المشرفة-

والجواب عما يقول البريلوى انه يضع عنده تمثال فتوى الشيخ المرحوم بفوتو كراف المشتمل على ماذكر هو انه من مختلقاته اختلقها

ووضعها عنده تمثال فتوى الشيخ المرحوم بفوتو كراف المشتمل على ما ذكرهو انه من مختلفاته اختلقها ووضعها عنده افتراء على الشيخ قدس سره ومثل هذه الاكاذيب والاختلاقات هين عليه فانه استاذ الاساتذة فيها وكلهم عيال عليه فى زمانه فانه محرف ملبس ودجال مكار ربما يصور الامهار وليس بادنى من المسيح القادياني فانه يدعى الرسالة ظهرا وعلنا وهذا يستتر بالمجددية و يكفر علماء الامة كما كفر الوهابية اتباع محمد بن عبد الوهاب الامة خذله الله تعالى كماخذ لهم-

জবাব

'আল্লাহ মিথ্যা বলেন এমন কথা বললে পথ ভ্রষ্ট হবে না' মর্মে উক্তিটি মাওলানা গাংগুহী গায়ে এঁটে দেয়া তাঁর প্রতি অপবাদ এবং তা বিলকুল একটি বানোয়াট কথা। দাজ্জালগণ তাঁর প্রতি ওপর যতসব অপবাদ রটিয়েছে এটাও তার একটি অংশ। আল্লাহ ঐ বিদ্বেষীমহলকে ধ্বংস করুন।

মাওলানা গাগুহী রহ কুফরী থেকে পুত: পবিত্র। এদের ঐ দাবির খন্ডন তো মাওলানার ঐ বিষয়ক ফতোয়াতেই রয়ে গেছে। ফতোয়ায়ে রশিদিয়ার প্রথম খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে। যা ছাপা হিসেবে প্রকাশিত আছে এবং এ ফতোয়াটি মক্কা মুকররমার আলেমগণ কর্তৃক ও সত্যায়িত।

তাঁর প্রতি যে প্রশ্ন প্রেরণ করা হয়েছিল : তা হল, আল্লাহর গুণাবলীর সাথে মিথ্যা বলাকে সম্পৃক্ত করা যায় কী না? যদি কেউ এমন আকীদা পোষণ করে যে,

আল্লাহ মিথ্যা বলেন, তবে শরীয়তে ঐ ব্যক্তির অবস্থান কী? আপনি রায় দিন। আল্লাহ আপনাকে সাওয়াব দেবেন।

তদুত্তরে মাও: সাহেব বলেন, মিথ্যা বলার সাথে আল্লাহর কখনো সম্পৃক্ত বা গুণান্বীত নন। বরং নি:সন্দেহে তিনি এ থেকে পাক ও পবিত্র। তাঁর কোন কালামে (কথায়) মিথ্যার কোন নাম গন্ধও নেই। যেমন তিনি বলেন, আর কে আছে আল্লাহ থেকে অধিক সত্যবাদী? যদি কোন ব্যক্তি 'আল্লাহ মিথ্যা বলেন,' এমন আকীদা পোষণ করে তবে সে কাফের। অকাট্যভাবে অভিশপ্ত। আল্লাহকে এমন বিশ্বাস করা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা পরিপন্থি। তবে হ্যাঁ, ঈমানদারদের এ আকীদা পোষণ করা অবশ্যই জরুরী যে, ফেরাউন, হামান ও আবু লাহাবের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে কারীমে বলেছেন, ওরা জাহান্নামী তা অকাট্য। ওর উল্টো অন্যতা কখনো হবে না হতেও পারে না।

কিন্তু আল্লাহ ওদের জান্নাতে প্রবেশ করাতেও নিশ্চয় সক্ষম। মোটেও অক্ষম নয়। তবে নিশ্চয় তিনি তার পক্ষ থেকে এমন করবেন না। কেননা তিনি বলেন, "আমি চাইলে সকল আত্মাই হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু আমার কথাই সঠিক যে মানব ও দানব জাতির মধ্য থেকেই আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করব।"

এ আয়াতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ চাইলে সকলেই মুমিন হয়ে যেত কিন্তু তিনি তার কথার বিপরীত করেন না কখনো। তবে এটা তার অক্ষমতা নয় বরং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সমগ্র মুসলিম মিল্লাতেরই এ আকিদা বা বিশ্বাস।

এমত বায়জাবী রহ. ان تغفر لهم الخ এর তাফসীরে লিখেছেন মুশরিকদের ক্ষমা না করে দেয়া আল্লাহর ওয়াদার চাহিদা। কিন্তু আল্লাহর জন্য মাফ না করে দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। (আল্লাই এর মর্মার্থ ভাল জানেন) তাই মাও: গাংগুহি লিখেছেন।

এর প্রতি উত্তরে মক্কা শরীফের আলেমগণ যা লিখেছেন তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে :

মাও: রশিদ আহমদ গাংগুহী যা লিখেছেন, তাই সঠিক। এর কোন ব্যতয় নেই।

তা লেখার নির্দেশ দিয়েছেন, মক্কা শরীফের শাফেয়ী মুফতি মুহাম্মদ সালেহ ইবনে ছিদ্দিক কামাল (রহ.)। লেখক, মুহাম্মদ সাঈদ বিন বুসাইল। মুহাম্মদ আবিদ বিন হুছাইন রহ.মালেকী মুফতি, মক্কা শরীফ হাম্বলী মাযহাবের মুফতি খলফ বিন ইবরাহীমের উক্তি মাও: রশিদ আহমদের জবাব পরিপূর্ণ তাই নির্ভরযোগ্য ও সত্য।

বেরলবী বলেছেন যে, তার কাছে মাওলানার জরাবে ফটোকপি আছে। তার জবাব হল। মাওলানার ওপর অপবাদ রটানোর স্বার্থে তা তাদের তৈরি মনগড়া একটি রায়। যা তার কাছে সংরক্ষিত এমন রটনা তৈরি করা তার জন্য সহজ কেননা তিনি এতে খুবই পটু এমনকি এ বিষয়ের একজন শিক্ষক। যুগের মানুষ তারই দোসর। বিকৃতি, মিশ্রণ অতিরঞ্জন প্রতারণাই তার স্বভাব। সে বেশিরভাগ সীল তৈরি করে নেয়। কাদিয়ানী থেকে কোন অংশেই কম নয়। কাদেয়ানী সরাসরি নবুয়তের দাবিদার আর সে নিজেকে মুজাদ্দিদ সাজিয়ে মিল্লাতের উলামাদের কাফির বলে থাকে। যে মত মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব ও তার দুসরগণ উলামায়ে উম্মতকে কাফির বলে থাকে।

আল্লাহ যেন ওকে ওদের মতই লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করেন।

السوال الرابع والعشرون

هل تعتقدون امكان وقوع الكذب فى كلام من كلام المولى عزوجل سبحانه أم كيف الامر؟

চতুর্থাবিংশ জিজ্ঞাসা!

আল্লাহ্ কোন কালাম মিথ্যা পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে এমন আপনারা আকিদা কী পোষণ করে থাকেন? অথবা এখানে আপনাদের ধারক ও অবস্থান কী?

الجواب

نحن ومشائخنا رحمهم الله تعالى نذعن ونتيقن بان كل كلام صدر عن البارى عزو جل اوسيصدر عنه فهو مقطوع الصدق مجزوم بمطابقته للو اقع وليس فى كلام من كلامه تعالى شائبة كذب و مظنة خلاف أصلابلا شبهة ومن اعتقد خلاف ذلك أو توهم بالكذب فى شيى من

كلامه فهو كافر ملحد زنديق ليس له شائبة من الايمان-

উত্তর : আমরা ও আমাদের মাশায়েখ সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, যত কথাই আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে অথবা অচিরেই হবে তা যথাযথ ও ঘটনা সাপেক্ষ তা নির্ভেজাল ও নিখাদ অকাট্য সত্য। তাতে মিথ্যার কোন রেশ নেই বা তা মিথ্যা পরিণত হবারও কোন প্রকার সন্দেহ বিলকুল নেই। কেউ যদি এর বিপরীত অর্থাৎ হক তায়ালার কোন কথা মিথ্যা পরিণত হবার সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে তবে সে কাফের, মুলহিদ ও জিনদিক। তার কাছে বা তার মধ্যে ঈমানের কোন বু-বাতাস ও থাকার সম্ভাবনা নেই।

السوال الخامس العشرون

هل نسبتم فى تاليفكم الى بعض الاشعرة القل بامكان الكذب و على تقديرها فما المراد بذلك و هل عند كم نص على هذا المذهب من المعتمدين بينوا الأمر لنا علٰى وجهه-

পঞ্চবিংশ জিজ্ঞাসা :

আশাইরীয়দের প্রতি আপনারা আপনাদের কোন লেখনিতে 'ইমকানে কিযব' বা মিথ্যার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন কি? যদি এমন উল্লেখ করে থাকেন তবে এর দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন? এ মতবাদের ওপর নির্ভরযোগ্য উলামাগণের কোন সনদ বা প্রমাণ তোমাদের কাছে আছে কী? প্রকৃত বিষয়টি আমাদের বর্ণনা করুন।

الجواب

الاصل فيه انه وقع النزاع بيننا وبين المنطقيين من أهل الهند والمبتدعة منهم فى مقدورية

خلاف ماوعدبه البارى سبحانه وتعالى او اخبربه اور اراده وامثالها فقالوا ان خلاف هذه الاشياء خارج عن القدرة القديمة مستحيل عقلا لا يمكن أن يكون مقدور اله تعالى واجب عليه ما يطابق الوعد والخبر والارادة والعلم وقلنا ان امثال هذه الاشيائ مقدور قطعا لكنه غير جائز الوقوع عند أهل السنة والجماعة من الا شاعرة والماتريدية شرعاو عقلا وشرعا فقط عند الأشاعرة فاعترضوا علينا بأنه ان أمكن مقدورية هذه الأشياء لزم امكان الكذب وهوغير مقدور قطعا ومستحيل ذاتا فاحبناهم باجوبة شتى مما ذكره علماء الكلام منها لوسلم استلزام امكان الكذب لمقد وره خلاف الوعد والأخبار وامثالهما فهو أيضاغير مستحيل بالذات بل هومثل السفه والظلم مقدور ذاتا ممتنع عقلا و شرعا اوشرعا فقط كما صربه غير واحد من الأمة فلما راو هذه الأجوبة عثو افى الارض ونسبوا الينا تجويز النقص بالنسبة الى جنابه تبارك وتعالى وأشاعوا هذا الكلام بين السفهاء والجهلاء تنفيرا

اللعوام وابتغاء الشهوات والشهرة بين الأنام وبلغو أسباب سموات الافتراء فوضعو اتمثالا من عندهم الفعلية الكذب بلامخافة عن الملك العلام ولما اطلع اهل الهند على مكائد هم استنصروا بعلماء الحرمين الكرام لعلمهم بانهم غافلون عن خباثاتهم وعن حقيقة اقوال علماءنا وما مثلهم فى ذلك الاكمثل المعتزلة مع اهل السنة و الجماعة فانهم اخرجوا اثابة العاصى وعقاب المطيع عن القدرة القديمة وأوحبوا العدل على ذاته تعالى فسموا أنفسهم اصحاب العدل والتنزيه ونسبوا علماء اهل السنة والجماعة الى الجوروالا عتساف والتشويه فكما ان قدماء اهل السنة والجماعة لم يبالوابجهالا تهم ولم يجوز وا العجز بالنسبة اليه سبحانه وتعالى فى الظلم المذكور وعمموا القدرة القديمة مع ازالة النقائص عن ذاته الكاملة الشريفة واتمام التنزيه والتقديس لجنابه العالى قائلين ان ظنكم المنقصة وفى جواز مقدورية العقاب للطائع والثواب للعاصى انما هو وخامة الفلسفة الشنيعة كذلك

قلنا لهم ان ظنكم النقص بمقدوره خلاف الوعدوالاخبار والصدق وامثال ذلك مع كونه ممتنع الصدورعنه تعالى شرعا فقط أو عقلا وشرعا انما هومن بلاء الفلسفة والمنطق وجهلكم الوخيم فهم فعلمواما فعلوا لأجل التنزيه لكنهم لم يقدرواعلى كمال القدرة وتعميمها و أما أسلافنا أهل السنة والجماعة فجمعوابين الامرين من تعميم القدرة وتتميم التنزيه للواجب سبحانه وتعالى وهذا الذى ذكر ناه فى البراهين مختصرا وهاكم بعض النصوص عليه من الكتب المعتبرة فى المذهب-

١ قال فى شرح المو اقف اوجب جميع المعتزلة والخوارج عقاب صا حب الكبيرة اذامات بلاتوبة ولم يجوزوا ان يعفوا الله عنه بوجهين- الاول انه تعالى اوعد بالعقاب على الكبائر واخبربه اى بالعقاب عليها فلولم يعاقب على الكبيرة وعفالزم الخلف فى وعيده والكذب فى خبره وانه محال والجواب غايته' وقوع العقاب فاين وجوب العقاب الذي كلامنا فيه اذ لا شبهة فى ان عدم

الوجوب مع الوقوع لا يستلزم خلفاولا كذبالا يقال انه يستلزم جوازهما وهو ايضامحال لانا نقول استحالته ممنوعة كيف وهمامن الممكنات التى تشتملهما قدرته' تعالى أه-

٢ وفى شرح المقاصد للعلامة التفتازانى رحمه الله تعالى فى خاتمة بحث القدرة المنكرون لشمول قدرته طوائف منهم النظام واتباعه القائلون بانه لا يقدر على الجهل والكذب والظلم وسائر القبائح اذ لوكان خلقها مقدور اله لجاز صدوره عنه واللازم باطل لا فضائه الى السفه ان كان عالما بقبح ذلك وباستغنائه عنه والى الجهل ان لم يكن عالما- والجواب لا نسلم قبح الشئى بالسة اليه كيف وهو تصرف فى ملكه ولو سلم فالقدرة لاتنافى امتناع صدوره نظرا الى وجود الصارف وعدم الداعى وان كان ممكنا أه ملخصه-

٣ قال فى المسائرة وشرحه المسامرة للعلامة المحقق كمال بن الهمام الحنفى وتلميذه ابن ابى الشريف المقدسى الشافعى رحمهما الله تعالى ما

نصه ثم قال اى صاحب العمدة ولايوصف أﷲ تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب لان المجال لا يدخل تحت القدرة اى يصح متعلقا لها وعند المعتزلة يقدر تعالى على كل ذلك ولايفعل انتهى كلام صاحب العمدة وكانه انقلب عليه مانقله عن المعتزلة اذ لا شك ان سلب القدرة عما ذكر هومذهب المعتزلة وأما ثبوتها أى القدرة على ما ذكرتم الا متناع عن متعلقها اختيارا فهو بمذهب الاشاعرة اليق منه بمذهب المعتزلة ولايخفى ان هذا الاليق ادخل فى التنزيه ايضا اذلا شك فى ان الامتناع عنها اى عن المذكورات من الظلم والسفه والكذب من باب التنزيهات عما لايليق بجناب قدسه تعالى فليسبر (باللبناء للمفعول) اى يختبر العقل فى ان اى الفصلين ابلغ فى التنزيه عن الفحشاء اهوا القدرة عليه اى على ما ذكر من الأمور الثلثة مع الامتناع اى استناعه تعالى عنه مختار الذلك الا متناع او الا متناع اى امتناعه عنه لعدم القدرة

عليه فيجب العول بادخل القولين فى التنزيه وهو القول اليق بمذهب الاشاعرة أه –

٤ وفى حواشى الكلبنوى على شرح العقائد العضدية للمحقق الدوانى رحمهما الله تعالى ما نصه وبالجملة كون الكذب فى الكلام اللفظى قبيحا بمعنى صفة نقص ممنوع عند الأ شاعرة ولذاقال الشريف المحقق انه من جملة الممكنات وحصول العلم القطعى لعدم وقوعه فى كلامه تعالى باجماع العلماء والانبياء عليهم السلام لا ينافى امكانه فى ذاته كسائر العلوم العادية القطعية وهو لاينافى ما ذكره الامام الرازى الخ–

٥ وفى تحرير الأصول لصاحب فتح القدير الامام ابن الهمام وشرحه لابن امير الحاج رحمهما الله تعالى ما نصه وحينئذاى وحين كان مستحيلا عليه ما ادرك فيه نقص ظهر القطع باستحالة اتصافه اى الله تعالى بالكذب ونحوه تعالى عن ذلك وايضا لولم يمتنع اتصاف فعله بالقبح يرتفع الا مان عن صدق وعده وصدق خبر غيره اى الوعد منه تعالى وصدق النبوة اى

لم يجزم بصدقه اصلا وعند الاشاعرة كسائر الخلق القطع بعدم اتصافه تعالى بشيى من القبائح دون الاستحالة العقلية كسائر العلوم التى يقطع فيها بان الواقع احد النقيضين مع عدم استحالة الاخر لو قدرانه الواقع كالقطع بمكة و بغداد اى بوجود هما فانه لا يحيل عدمهما عقلا وحينئذ اى وحين كان الامر على هذا لايلزم ارتفاع الأ مان لانه لا يلزم من جواز الشئى عقلا عدم الجزم بعدمه والخلاف لجارى فى الاستحالة والامكان العقلى جار فى كل نقيضه اقدرته تعالى عليها مسلوبة ام هى اى النقيضة بها اى بقدرته مشمولة والقطع بانه لا يفعل اى والحال القطع بعدم فعل تلك النقيضة الخ- ومثل ما ذكرناه عن مذهب الاشاعرة ذكره القاضى العضد فى شرح مختصر الاصول واصحاب الحواشى عليه ومثله فى شرح المقاصدو حواشى المو اقف للحلبى وغيره وكذلك صربه العلامة الفوشجى فى شرح التجريد والقونوى وغيرهم اعرضنا عن ذكر نصو صهم مخافة الاطناب والسامة والله المتولى للرشاد والهداية-

জবাব ঃ এখানে মূল ঘটনা হল, হিন্দুস্থানের যুক্তিবাদী বিদআতীগণ ও আমাদের মাঝে এ বিষয় বিতর্ক/বিতন্ডা চলছে যে, আল্লাহ যা কিছুর ওয়াদা করেছেন, যা

কিছু ঘোষণা দিয়েছেন বা কোন ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, এর বিপরীত কোন কিছু করতে তিনি সক্ষম কি না?

যুক্তিবাদী বিদআতীদের মতে আল্লাহ এগুলো করতে সক্ষম নন এবং জ্ঞানত: তা অসম্ভবও এমন কাজে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আল্লাহর ওয়াদা, খবর, ইরাদা মোতাবেকেই কার্যক্রম সম্পাদন করা তাঁর জন্য ওয়াজেব।

আমাদের মতে আল্লাহর সক্ষমতার বাহিরে কিছুই নেই এগুলো করতেও তিনি সক্ষম। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাতুরিদিয়ার মতে এমন কার্যাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে সংগঠিত হওয়া শরা ভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক দিক দিয়ে জায়েয নয়। আর আশাইরীয়দের মতে শুধু শরিয়ত গত দিকেই জায়েয নয়।

যুক্তিবাদী বিদআতীগণ বলে, যদি এমন কার্যাবলী করতে আল্লাহ সক্ষম হন তবে তাঁর ওপর মিথ্যার সম্ভাবনা থেকেই যায়। লাযিম হয়ে যায়। তাই মূলত: এমন কাজের কুদরত আল্লাহর নেই এবং সত্তাগত দৃষ্টিতে তা অসম্ভবও বটে।

তাই তাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত কতিপয় প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছিল এবং জবাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যদি-ই বা ওয়াদা-ইচ্ছা ইত্যাদির বিপরীত কোন কোন কিছু করার কুদরত আল্লাহর নেই মেনে নিয়ে ইমকানে কিযব বা মিথ্যার সম্ভাবনা স্বীকার করে নেয়া হয় তবুও তা স্বত্তাগত দিক দিয়ে অসম্ভব বটে বরং সত্ত্বাগত দিক দিয়ে নির্বুদ্ধিতা বা অত্যাচার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত। হয়ত তা বুদ্ধিগত ও শরা গত দৃষ্টিকোণে অথবা শুধু শরঈ দৃষ্টিকোণে নিষিদ্ধ। যোগ্যতম উলামায়ে কেরাম তা ব্যাখ্যা করে উত্তর দিয়েছেন। যখন তারা এ জবাব প্রত্যক্ষ করল তখন দেশে ফিৎনা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের প্রতি এ অপবাদ রটনা করে ফেলে যে, আমরা আল্লাহর সাথে নকছ (মন্দ কাজে লিপ্ত) কে বৈধ মনে করে থাকি এবং সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের নির্বোধ জাহিল দোসরগণ এ উদ্ভট কথামালাকে খুবই জোরে সোরে প্রচার ও প্রসার করেছে এবং অপবাদ রটানোর ক্ষেত্রে এমন নিপূণতার পরিচয় দিয়েছে যে, নিজের তৈরি কাগজের ফটোকপিকে আমাদের নামে চালিয়ে দিতে পেরেছে। এমন ন্যাক্কার প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায় তখন সে হারামাইন শরীফাইনের উলামায়েকেরামের আশ্রয় প্রার্থনা করে। সে মনে করেছিল ঐ মহতিগণ তার কুকর্ম ও আমাদের উলামায়ে কেরামের অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ। এ বিষয়ে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হল ওরা মুতাযিলা আর আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। কেননা মুতাজিলারা এই মনে করে আসহাবে আদল সেজেছে পাপীকে শাস্তি না দেয়া ও পূণ্যবানকে

শাস্তি দেয়া আল্লাহর সত্তাগত কুদরতের বাহিরে। মুতাজিলারা উলামায়ে আহলে সুন্নাতের ওপর এ বিষয় দোষারোপের ফতোয়া দিয়ে থাকে। সুন্নী উলামায়ে কেরাম তাদের অজ্ঞতা প্রসূত এ ফতোয়া বা দোষারূপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এ রায়ই দিয়েছেন যে, আল্লাহ কোন ক্ষেত্রেই অক্ষম নন এবং আল্লাহর অক্ষমতা মেনে নেয়া মোটেই বৈধ নয়। বরং চিরন্তন সেই সত্তার শর্তহীন সক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় দূর করে আল্লাহপাকের পূত:পবিত্রতার পরিপূর্ণতার বিশ্বাস রেখে এই বলে থাকেন যে, পূণ্যবানদের শাস্তি অথবা পাপীদের পুরস্কৃত করতে আল্লাহকে সক্ষম বিশ্বাস করলে আল্লাহর ক্ষমতার ঘাটতি হবে বিশ্বাস করাটা ভ্রান্ত দর্শনের অজ্ঞতা মুর্খতা বা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক হবে নিশ্চয়। আমরা ও এই উত্তর দিয়েছি যে, প্রতিশ্রুতি বা সংবাদ এর পরিপন্থি করাটা কুদরতের আওতাভুক্ত মেনে নেয়াটা শুধু শরয়ী বা আকলী উভয়দিক দিয়েই নিষিদ্ধ। তবে মেনে নেয়া আল্লাহর কুদরতের পরিপন্থি বুঝে নেয়া ওদের অজ্ঞতা, অবান্তর যুক্তি ও ভ্রান্তদর্শনেরই ফসল। ঐ বিদআতীগণ আল্লাহকে পূত পবিত্রকরণে যা কিছু করেছে আল্লাহর পরিপূর্ণ ও শর্তহীন কুদরতের প্রতি কোন খেয়াল করেনি।

আমাদের সলফে সালেহীন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীগণ উভয়দিক বিবেচনা করে উপর্যুক্ত বিষয়ে আল্লাহর কুদরতের শর্তহীনতা ও পবিত্রতার পরিপূর্ণতার অক্ষুণ্ন রেখেছেন যা আমাদের 'বারাহিন' শীর্ষক গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। এখন প্রকৃত মতবাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে বৈষয়িক কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল।

এক. শারহুল মাওয়কিফ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সকল মুতাযিলা ও খারেজীগণ বিশ্বাস করে যে, কবীরা গুনাহকারীগণ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব এর বিপরীত কিছু করা আল্লাহর জন্য বৈধ নয়। তারা এর দুটি কারণ উল্লেখ করে বলে থাকে যে, ওকে শাস্তি না দিলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন এবং তিনি যে খবর দিয়েছেন তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু তাতো অসম্ভব। আমরা প্রতিউত্তরে বলে থাকি খবর ও প্রতিশ্রুতিতে বড়জোর শাস্থির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে থাকে কিন্তু তা যে ওয়াজিব সে বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। এখানে যা আলোচ্য তা হল, ওয়াজিব না হয়ে (আল্লাহর জন্য) শাস্তি আরোপ করা হলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা মিথ্যার সম্ভাবনা কোনটিরই কোন উৎস থাকে না। এতে তো আর কেউ বলবেনা যে, ওয়াদা ভঙ্গ বা মিথ্যার আরোপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাও তো অসম্ভব। আমরা এর অসাম্ভাব্যতার বিশ্বাসী

নই। কেনইবা অসম্ভব হবে যেখানে প্রতি শ্রুতি ভঙ্গ বা মিথ্যা আরোপের কোন অবকাশই তো নেই। একে আমরা আল্লাহর কুদরতের সাথে কেনইবা সম্পৃক্ত করব। কারণ মিথ্যার সম্ভাবনা ওয়াদা ভঙ্গের বিষয়টি পুরোপুরি আল্লাহর পবিত্রতার পরিপন্থি।

(দুই)

'শরহে মাকাছিদ' শীর্ষক গ্রন্থে আল্লামা তাফতাজানী রহ.'আল্লাহর কুদরত' বিষয়ে আলোচনার শেষাংশে লিখেছেন, আল্লাহর কুদরতকে কয়েকটি দল অস্বীকার করে থাকে। একদল হল 'নেজাম ও তার দোসরগণ'। তারা বলে থাকে অজ্ঞতা, মিথ্যা, যুলুমসহ এমন নিন্দিত ক্রিয়া কলাপ আল্লাহর কুদরতের বাহিরে। কেননা, এসব বিষয় সৃষ্টি করা যদি তার কুদরতের আওতাভুক্ত হয় তবে এমন কর্মকান্ড তা থেকে প্রকাশ পাওয়া ও বৈধ হয়ে যাবে। আর মূলত: আল্লাহর কাছে এর প্রকাশ পাওয়াটা ও অবৈধ। আর ঐ মন্দ জ্ঞানের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে তা থেকে প্রকাশিত হয়ে গেলে তার নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হয়ে যাবে আর যদি না জানেন তবে তার অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। প্রতি উত্তরে বলব, আল্লাহর সাথে কোন মন্দ কাজের সম্পৃক্তি আমরা মানি না। এজন্য যে, তার আধিপত্যে কোন প্রকার রদ বদল করা মন্দ হয় না। আর যদি মেনেই নেয়া যায় যে, মন্দের সম্পর্ক মন্দের সাথে হয়ে থাকে। তখন আল্লাহর কুদরত প্রকাশিত না হওয়ার পরিপন্থী নয় বরং এও হতে পারে যে, মূলত: তা কুদরতের আওতাভুক্ত। কিন্তু নিষিদ্ধতা বা প্রকাশিত হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে তা সংগঠিত হওয়া অসম্ভব।

[তিন]

'মাসাইরা' শীর্ষক গ্রন্থ ও তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মাসামিরা'তে আল্লামা কামালউদ্দীন ইবনুল হুমাম হানাফী ও তাঁর শিষ্য ইবনে আবু শরীফ মাকদিসী (রাহ.) ও 'উমদা' শীর্ষক গ্রন্থের লিখক এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহকে এ বলা যায় না যে, তিনি যুলুম, সাফাহ এবং মিথ্যা বলতে সক্ষম হবার গুনে গুণান্বিত। (কেননা হতে পারে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও মিথ্যাবলীর সম্ভাবনা এর আওতাভুক্ত যা আল্লাহর কুদরতের আওতাভুক্ত)। কোন প্রকার অসাম্ভব্যতা আল্লাহর কুদরতের বহির্ভূত নয়। আল্লাহর কুদরত সম্পর্কিতএমন ধারণা মোটেই ঠিক নয়। মুতাজেলারা বলে থাকে, আল্লাহর এ ধরনের কাজ করতে সক্ষম কিন্তু করবেন না কখনো। উমদাহ গ্রন্থকারে এ উক্তির জবাবে ইবনুল হুমাম বলেন, উমদাহ

গ্রন্থকার মুতাজিলাদের যে উক্তি উল্লেখ করেছেন তা হযবরল হয়ে গেছে। উল্লেখিত কার্যাবলীকে আল্লাহর ক্ষমতা বহির্ভূত বলাই মূলত: মুতাযিলাদের লক্ষ্য। আর উল্লেখিত কার্যাবলী আল্লাহর (ক্ষমতার) কুদরতের আওতাভুক্ত কিন্তু স্বেচ্ছায় তা করতে পারেন না।

এখানে আশারীয়দের অত্যাধিক যুক্তিযুক্ত এবং এই যুক্তিযুক্ত কথায় আল্লাহর পুত পবিত্রতা ব্যাপক ভাবেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটা নি:সন্দেহ যে, অত্যাচার নির্বুদ্ধিতা বা মিথ্যা থেকে বিরত থাকা তাঁর পুতপবিত্রতারই অংশ। তার সুমন্নত মর্যাদার পরিপন্থী। বরং বিবেকের পরীক্ষায় এ দু'অবস্থার যে কোনটিতে আল্লাহর পুত:পবিত্রতা অধিক হারে প্রকাশিত হয়ে থাকে? এখন আসা যাক ঐ তিন মন্দ কর্মকে কুদরতের আওতাভুক্ত মেনে নিয়ে সংযমশীলতা ও ইচ্ছাতে তা সম্পাদনের বা সংগঠনের পরিপন্থী বলা অধিক পুত:পবিত্রতা সংরক্ষণ করে থাকে না ইহা আল্লাহর ক্ষমতা বহির্ভূত বললে তার পূত:পবিত্রতা ও শান মর্যাদা অধিক সমুন্নত হবে। বিবেকের বিচারে যে কথায় আল্লাহর সমুন্নত মর্যাদা ও পরিপূর্ণ পুত:পবিত্রতার অধিক প্রকাশ পায় তাই বলা ও বিশ্বাস করা বাঞ্ছনীয় আশআরীদের মতবাদই হল, 'ইমকান বিযযাত' অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কুদরত অসীম বিধায় তা কুদরতের আওতাভুক্ত কিন্তু তিনি তা করেন না। এমন করাটা তার অবস্থানের পরিপন্থী, তাই।

[চার]

আল্লামা দাওয়ানী আকাঈদে আদাদিয়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থের পার্শ্বটীকা কালবুনীতে এ বিষয়ে যা আলোচনা করেছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে : বাহ্যিক কথায় মিথ্যার অর্থ মন্দ হওয়া ক্ষুণ্নতা ও ত্রুটি নিশ্চয়। য আশাইরিগণ মানেন না। এজন্য বিদগ্ধ গ্রন্থকার বলেন, মিথ্যা কুদরতের আওতা আওতাভুক্ত বাহ্যিক কথার মর্ম অকাট্যতা প্রমাণ করায় আল্লাহর কালামে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। এ কথা আউলিয়ায়ে কেরাম ও উলামাগণ একমত যে, কুদরতের আওতাভুক্ত হওয়া ক্ষুন্নতার পরিচায়কনয় যে মত সকল সভাবজাত জ্ঞান, যা অকাট্য। এমত ইমাম রাজী রহ.এর ও উক্তি রয়েছে।

[পাঁচ]

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার ইবনুল হুমাম তাঁর তাহরীরুর উসুল ও ইবনে আমীরুল হাজ্ব এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেন, যেসব কার্যাবলী আল্লাহর পক্ষে সম্ভব ও তা তাঁর

সমুন্নত মর্যাদার পরিপন্থি যেমন তাঁকে মিথ্যা বা তৎসাদৃশ্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করা বস্তুত:ই সমূলে অসম্ভব। হ্যাঁ যদি আল্লাহর কাজ মন্দের সাথে সম্পৃক্তি অসম্ভব না হয় তখন প্রতিশ্রুতি বা সংবাদ এর সত্যতা উপর নির্ভর যোগ্যতা থাকবে না এবং নবুওয়াতের সত্যতা ও দৃঢ় থাকবেনা। আশাইরীয়দের মতে আল্লাহপাক এর কোন মন্দ কাজ বা তদ্বিয় বিষয়ের সাথে অন্যান্য মখলুকাতের মত আকলী দৃষ্টিকোণে অসম্ভব নয়। যেখানে সকল প্রকার জ্ঞানের সমাহার এবং একটি মাত্র ক্ষুণ্নতার বহি:প্রকাশ সেখানে জাতীয় ক্ষুণ্নতা সম্ভাব্যতা সত্তাগত বা মৌলিক হয়না কেননা একটি না হলে অপরটির অবস্থান কল্পনাই করা যায় না। যেমন মক্কা ও বাগদাদ নামক স্থানের নিশ্চিত অস্থিত্ব রয়েছে। আকলী দৃষ্টিকোণে এ দুটি স্থানের অস্থিত্ব না থাকার যৌক্তিক দিকও মেনে নেয়া যায় কারণ দুটি স্থান না থাকলেও চলত। এমন যদি হয় হবে মিথ্যার সাম্ভাব্যতা এখানে প্রযোজ্য হয় না। কারণ যৌক্তিকভাবে কোন কিছুর অস্থিত্ব কথাস্থলে মেনে নিলেতা যে হতে পারে না এমন যৌক্তিকতা বা বিশ্বাস রহিত হয়ে যায় না। সুন্নী ও মুতাজিলীদের মাঝে সংগঠনের আসাম্ভাব্যতা যৌক্তিক সাম্ভাব্যতাজনিত বিরোধ প্রতিটি বিষয়েই বিদ্যমান। মুতাজিলাগণ বলে থাকে আল্লাহ পাকের নিকট এসব কাজ ও বিষয় কুদরত বহির্ভূত। নিশ্চয় নেতিবাচক ঐ বিষয়াবলী তাঁর কুদরতের আওতাভুক্ত হলেও তিনি তা করবে না কখনো এটা হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ নেতিবাচক কাজ কখনো অস্থিত্ব লাভ করবেনা। আশাইরিয় মতবাদ যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এমতই কাজী আদুদী মুখতাছারুল উসুল গ্রন্থের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ পার্শ্বটিকায়, শরহে মাকাছিদ ও চলাপির টিকাগ্রন্থসমূহ ও মাওয়াকীফ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা কাওশজি তাঁর শরহে তাজরীদ গ্রন্থে এবং কুনবী প্রমুখ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। কলেবর বৃদ্ধি না করার স্বার্থে এখানেই বিষয়ের ইতি টানা হল। আল্লাহপাক সকলেরই হেদায়াতের অভিভাবক।

السوال السادس والعشرون

ماقو لكم فى القاديانى الذى يدعى المسيحية والنبوة فان انا سا ينسبون اليكم حبه ومدحه فالمرجو من مكارم اخلاقكم أن تبينوا لنا هذه

الاموربيانا شافيا ليتضح صدق القائلين وكذبهم ولايبقى الريب الذى حدث فى قلوبنا من تشويشات الناس-

ষড়বিংশ জিজ্ঞাসা

যে কাদিয়ানী মসীহ ও নবী হওয়ার দাবি করে তার সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? কেউ কেউ বলে থাকে যে, আপনারা তার সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন এবং তাঁর প্রশংসাও করে থাকেন। আপনাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ আশাবাদ যে, এর সুস্পষ্ট জবাব দেবেন যাতে ঐ কথকের বচনটুকুর সত্য মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যায়। আমাদের অন্তরে তোমাদের জন্য যে দুঃখ দাগ কাটে আশা করব তোমাদের সুস্পষ্ট জবাবে উপশম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

الجواب

جملة قولنا وقول مشائخنا فى القادیانى الذى يدعى النبوة والمسيحية انا كنا فى بدا امره مالم يظهر لنا منه سوء اعقادبل بلغنا انه' يؤيد الاسلام ويبطل جميع الاديان التى سواه بالبراهين والدلائل نحسن الظن به على ما هو اللائق بمسلم بالمسلم وناول بعض اقو اله ونحمله على محمل حسن ثم انه لما ادعى النبوة والمسيحية وانكر رفع الله تعالى المسيح الى السماء وظهر لنا من خبث اعتقاده وزندقته افتى مشائخنا رضوان الله تعالى عليهم بكفره وفتوى

شيخنا ومولنا رشيد احمد الكنكو هى رحمه الله فى كفر القاديانى قد طبعت وشاعت يوجد كثير منها فى ايدى الناس لم يبق فيها خفاء الا انه لما كان مقصود المبتدعين تهييج سفهاء الهند و جهالهم علينا وتنفير علماء الحر مين واهل فتيا هما وقضاتهما واشرافهما منا لانهم علموا ان العرب لايحسنون الهندية بل لا يبلغ لديهم الكتب والرسائل الهندية افتروا علينا هذه الا كاذيب فا لله المستعان وعليه التوكل وبه الاعتصام هذا والذى ذكرنا فى الجواب هو ما نعتقده وندين الله تعالى به فان كان فى رايكم حقا وصوا با فا كتبوا عليه تصحيحكم وزينوة بختمكم وان كان غلطا وبا كلا فد لونا على ما هو الحق عند كم فانا ان شاء الله لا نتجاوز عن الحق وان عن لنا فى قولكم شبهة تراجعكم فيها حتى يظهر الحق ولم يبق فيه خفاء واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين

قاله بفمه ورقمه بقلمه خادم طلبة علوم الاسلام كثير الذنوب والاثام الاحقر خليل احمد وفقه الله التزدو لغد-

يوم الانثين ثامن عشر من سهر شوال ١٣٢٥

উত্তর : যে কাদিয়ানী নবুওয়াত ও মসীহিয়্যাতের দাবিদার তাঁর সম্পর্কে আমাদের অভিমত হল, প্রাথমিক পর্যায়ে তার মন্দ আকীদা সম্পর্কে আমরা জানতাম না বরং আমরা শুনেছি সে ইসলামের খিদমত করছে। ইসলাম ধর্মের বিপরীতে সকল মতবাদকে অকাট্য প্রমাণাদির দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত করছে তখন মুসলমানের পারস্পরিক সুসম্পর্কের মতই তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল। তার প্রতি আমাদের ধারণা ছিল উত্তম। এরপর সে যখন অশালীন কথামালার অবতারণা করে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর অপ-প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যখন সে মসীহিয়াত ও নবুওয়াতের দাবি করে বসল এবং হযরত ঈসা (আ.) কে আকাশে উঠিয়ে নেয়াকে অস্বীকার করল এবং তার উদ্ভট বিশ্বাস প্রসুত জিন্দিকীয়ত যখন আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল তখন আমাদের মাশায়েখ তাঁকে কুফরির রায় প্রদান করেন। মাওঃ রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ.কাফির কাদিয়ানীর বিপক্ষে যে ফতওয়া দিয়েছেন তা পুস্থকাকারে প্রকাশিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। যা জনগণের হাতেই রয়েছে। এতে কোন প্রকার ধামাচাপার অবকাশ নেই।

অধিকন্তু বিদআতীরা হিন্দুস্তানের সাধারণ মুসলমানদের আমাদের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলতে মক্কা ও মদীনা শরীফাইনের উলামায়ে কেরাম, বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে তারা এ অপবাদটি রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

তারা ভালই জানে যে, আরবীয়রা হিন্দিভাষা জানে না বরং তখন পর্যন্ত ওদের কাছে হিন্দুস্তানী কোন পুস্তক পুস্তিকা পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাই আমাদের ওপর অপবাদ রটানো খুবই সহজ হবে। আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী ও তিনিই ভরসাস্থল। সে রজ্জু ধরে যা কিছু উপস্থাপন করলাম তা-ই আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস এবং ইহাই ধর্ম ইহাই বিশ্বাস।

যদি আপনাদের কাছে আমাদের এ অভিমতসমূহ সঠিক বিবেচিত হয় তবে তা সত্যায়ন করে আমাদের কৃতার্থ ও বর্ধিত করবেন। যদি আপনাদের কাছে এর সবকিছু বা ক্ষিয়াদাংশ ভুল ধরা পড়ে তবে আমাদের জানিয়ে দিলে আমরা সংশোধিত হয়ে যাব। আপনাদের কোন কথায় আমরা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করলে তাই করব। যাতে করে সত্য প্রকাশে কোন প্রকার জটিলতার অবকাশ না থাকে।

আমাদের শেষ আরজ, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতিপালক অশেষ সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়্যিদুল আউয়ালিন ও আখেরিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। তার বংশধর, সহচর ও আজওয়াজ ও যুররিয়তের উপর।

ইসলামী শিক্ষার্থীদের সেবক খলিল আহমদ কথায় কাজে ও কলমে এ কথাগুলো স্বীকার করলাম। ১৮ শাওয়াল ১৩২৫ হিজরী, সোমবার।

পরিশিষ্ট ঃ 'ক'

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ" নাম্নী পুস্তকটি ১৩২৫ হিজরী সালে মাওলানা খলিল আহমদ সাহারন পুরী রহ. গোটা দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের পক্ষে উলামায়ে হারামাইনের প্রশ্নমালার জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন বা তাদের এমন কতিপয় বিতর্কিত উক্তিমালা প্রসুত আপত্তি সমূহের জবাব, যে আপত্তি সমূহ খোদ হারামাইন বাসী উলামা কর্তৃক উত্থাপন করা হয়েছিল এবং তা মাওঃ হুছাইন আহমদ মাদানী রহ. এর মাধ্যমে দেওবন্দ পাঠানো হয়েছিল। জবাব সমূহে অবশ্য তাদের প্রতি কৃত অভিযোগসমূহ খুবই সাবলীল ভাষায় বিচক্ষণতার সাথে অস্বীকার করে খন্ডন করা হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ তথা দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কেরাম মিলাদ-কেরাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান, তাঁর ইলমের বিশালতা ইত্যাদি বিষয়ে আজও তাদের শতবছর আগের অস্বীকৃত সেই আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁদের লেখনি, কথামালা বা বক্তৃতাসমূহ তা-ই প্রমাণ করে। যাতে স্বভাবতই স্মারিত হয় আল্লাহর বাণী, যাতে আল্লাহ কথাও কাজে সামঞ্জস্য বিহীন বান্দাহদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন-

كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالاتفعلون_الايه

শত বছর আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করে শতবছর পরে ভুলে যাওয়া বা এর বিপরিতে চলা-বলা, আত্মভোলা হয়ে গেলে তো ঐ পূর্বসুরীদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা হবে নিশ্চয়। ভুলে যাবার উপায় নেই কারণ, কালির আচড়ে তা মওজুদ রয়েছে এবং ঐ আক্বীদা ও বিশ্বাসকে দেওবন্দী সুন্নী আক্বীদা বলে প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে আজও। যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জময়াতে ভারতী পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী অথবা দেওবন্দী নতুবা নাওবন্দী পাওবন্দী কোন দল নেই। চার মাযহাবের অনুসারী। সকল উম্মতে মুসলিমা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী এখানে ফেরকাবাজীর অবকাশ নেই। কথায় আছে- বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়। পাঠকবর্গ পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখুন ... আমার কথা নয় বরং তাদেরই -ওদেরই।

পরিশিষ্ট ঃ 'খ'

প্রসঙ্গ ঃ কিতাবের নামকরণঃ-

মাওঃ মজহর হুসাইন ঝিলামী ১৩৮২ হিজরী রামাদ্বান মাসে বলছেন, এ মুহান্নদ কিতাবখানি অনেকবার "আকাইদে উলামায়ে দেওবন্দ" নামে বহু ভাষায় তরজমা করে বাজারে প্রকাশ করা হয়েছে। তার সাথে নতুন পুরাতন সত্যায়ন মালা ও ভূমিকা সংযোজন করা হয়েছে। তাই বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত এ বই এর নাম দেওয়া হল- "দেওবন্দী আহলে সুন্নাতের আকীদা"।

گو "المہند" کا اردو ترجمہ عقائد علمائے دیوبند کے نام سے متعدد بار شائع ہوا ہے، لیکن عربی متن مع ترجمہ اردو عرصہ سے نایاب تھا۔ جس کی علمائے کرام کو طلب تھی۔ الحمدللہ اس تاریخی دستاویز کی جدید طباعت واشاعت کی سعادت حق تعالیٰ نے پاکستان میں رفیقِ محترم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی زید مجدہم مجاز حضرت لاہوریؒ کو نصیب فرمائی ہے۔ جن کی مساعی سے یہ علمی وعرفانی ہدیہ اہل اسلام کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندۂ ناکارہ اور جُملہ مُسلمانوں کو سلفِ (ا) صالحین، محققین اہل السنّت اور اکابرِ دیوبند کے مسلکِ حق پر قائم رکھیں۔ آمین!

بحرمتِ سیّد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

الاحقر مظہر حُسین غفرلہٗ

مدنی جامع مسجد، چکوال

ضِلع جہلم

۲۳ رمضان المبارک ۱۳۸۲ھ

পরিশিষ্ট ঃ 'গ'

ইত্তেহাদ বুক ডিপো, দেওবন্দ (ইউ পি)
প্রকাশিত কিতাবের দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

المہند علی المفند

یعنی

عقائد

علماء اہل سنت دیوبند رحمہم اللہ

تالیف: فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری قدس اللہ سرہ العزیز
المتوفی سنہ ۱۳۴۶ھ

باضافہ عقائد اہل السنۃ والجماعۃ

حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی مدظلہم

تصدیقات قدیمہ وجدیدہ مع مقدمہ
حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ

اتحاد بک ڈپو دیوبند (یوپی) ۲۴۷۵۵۵

পরিশিষ্ট ঃ 'ঘ'

পরিশিষ্ট 'গ' বর্ণিত কিতাবের তৃতীয় প্রচ্ছদ

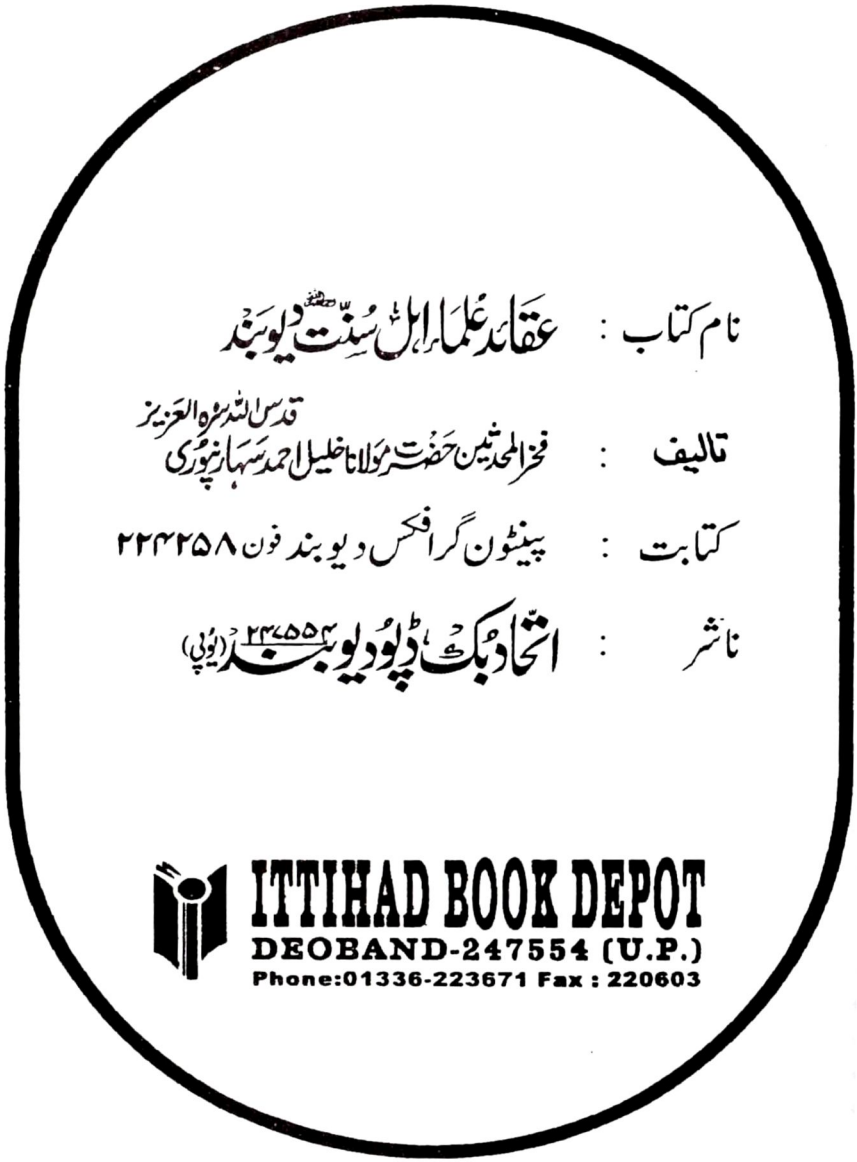

পরিশিষ্ট ঃ 'ঙ'

এ কিতাবখানা রচনা বা জবাব সমূহ তৈরির পর পূর্বোক্ত মাধ্যমেই আবারও তা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে প্রেরণ করা হয়েছিল। তদানীন্তন উলামায়ে কেরাম যারা এ কেতাব বা জবাব সমূহকে বিশুদ্ধ বা জবাব প্রসূত আক্বিদা সমূহ কে সঠিক বলে রায় দিয়েছেন, তাদের কতিপয় উলামায়ে কেরাম হচ্ছেন ঃ-

১. মক্কা শরীফ

ক. শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ বাবুছাইল (শাফী) রহ. ইমাম ও খতীব, মসজিদুল হারাম।
খ. শায়খ আহমদ রশিদ আল হানাফী রহ. ১৯ জিলাহজ্ব ১৩২৮ হিজরী বৃহস্পতিবার।
গ. শায়খ মুহ্বিবুদ্দীন, মুহাজিরে মক্কী (হানাফী) রহ.।
ঘ. শায়খ মুহাম্মদ ছিদ্দিক আফগানী মক্কী রহ.।
ঙ. শায়খ মুহাম্মদ আবেদ রহ. মুফতি মালেকী, মক্কা শরীফ।
চ. শায়খ মুহাম্মদ আলী বিন হুছাইন মালেকী রহ. শিক্ষক ও ইমাম, মসজিদুল হারাম।

২. মদীনা শরীফ

ক. শায়খ সাইয়্যিদ আহমদ বরজিঞ্জি রহ. সাবেক মুফতি, মসজিদে নববী স. ২ রবিউল আউয়াল, ১৩২৯ হিজরী।
খ. রাসুজি ওমর রহ.
শিক্ষক মাদরাসাতুশ শিফা, মদীনা, ১৩২৬ হিজরী।
গ. শায়খ মুল্লা মুহাম্মদ খান রহ.
বুখারী শরীফের শিক্ষক, হারামে নববী স. ১৩২৬ হিজরী।
ঘ. শায়খ সাইয়িদ আহমদ আল জাযাইরী, মুফতি মালেকী হরমে নববী স.।
ঙ. শায়খ ওমর বিন হামদান আল মাহরী রহ.
উস্তাদুল হাদীস, হারামে নববী স.।
চ. শায়খ মুহাম্মদ জকী আল বারজিঞ্জী রহ.
উস্তাদুল হাদীস হারামে নববী স.।
ছ. শায়খ খলিল বিন ইবরাহীম রহ.।
জ. শায়খ মুহাম্মদ আল আজীজ আল ওয়াজির তিউনিশী রহ.।
ঝ. শায়খ মুহাম্মদ সুসী আল খিয়ারী রহ.।
এমত আরও ১৮ জন বিজ্ঞ আলেমের সত্যায়ন নেয়া হয়েছে।

৩. মিসরঃ-
শায়খ সলিম আলবুসরা, আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়

৪. দামেশক (সিরিয়া)
ক. শায়খ সাহয়িদ আবুল খায়র মুহাম্মদ আবেদীন
(শামী কেতাবের মুসান্নিফের নাতী)
খ. শায়খ মুস্তাফা বিন আহমদ শাত্তি হাম্বলী রহ.
গ. শায়খ মাহমুদ রশীদ আল আত্তার রহ.
ঘ. শায়খ মুহাম্মদ আলবুশী হামবী রহ.
ঙ. শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ হামবী রহ.
চ. শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ রহ. ১৭ বরিউস সানী ১৩২৯ হিজরী।
এমত আরও ছয়জন বিজ্ঞ আলেমের সত্যায়ন গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. তাছাড়া ও দেওবন্দী উলামা সহ. বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের ২৪ জন বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের সত্যায়ন রয়েছে এ জবাবী কেতাবে। উপমহাদেশে ঐ সব উলামায়ে কেরাম রামপুরী ও দেওবন্দী আলেম গণের রাহবর।
কিন্তু অনুশোচনা হয় এ জন্য যে, দেওবন্দী বর্তমান আলেমগণ বা তাদের অনুসারী ভিনদেশী আলেমগণ কেন তাদের পূর্বসুরীদের আক্বীদা বিশ্বাস থেকে দূরে অবস্থান করছেন! আল্লাহই ভাল জানেন!

আশা করব, বাংলা ভাষী মুসলমান ও আলেম সমাজ এ বইটি পড়ে সত্য অনুধাবনে সক্ষম হবেন। তাতেই অধমের এ শ্রম সফল হবে।

اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا
اجتنابه وامتنا على اهل السنة والجماعة وصلى الله على سيدنا
وحبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين۔ امين۔

-●-

Al Habib Foundation Bangladesh